বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

বাংলা একাডেমি

প্রকাশক
মোঃ কামাল উদ্দীন আহমেদ
উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
পরিষদ উপবিভাগ
বাংলা একাডেমি, ঢাকা

প্রকাশনা সহযোগী
মোঃ শামছুল হক
আসমা আক্তার
পরিষদ উপবিভাগ
বাংলা একাডেমি, ঢাকা

প্রচ্ছদ
মোহাম্মদ আব্দুল বাতেন খান

অক্ষর বিন্যাস
ছালমা আক্তার

মুদ্রক
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা

প্রকাশকাল
৩০শে আশ্বিন ১৪২৭/১৫ই অক্টোবর ২০২০

বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের তেতাল্লিশতম বার্ষিক সভায় আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই। সাধারণ পরিষদের এই বার্ষিক সভায় আমি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহিদসহ বাংলাদেশের সকল গণ-আন্দোলনে আত্মদানকারী বীর শহিদদের। গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি ধর্মনিরপেক্ষ জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

বাংলা একাডেমি বাঙালির শত বছরের বহুমাত্রিক ও বহুতলবিস্তারী সংগ্রামের অবিনাশী ধারা ও মানবিক চৈতন্যে ভাস্বর এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। বহুত্ববাদী চেতনায় দীপ্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের (Pluralistic and Luminous Cultural Tradition) ভিত্তিতে গঠিত বাঙালি জাতিসত্তায় ঋদ্ধ এই প্রতিষ্ঠান। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বাঙালি মনীষার নানা মানবমুখী সমন্বয়বাদী উৎসের অনুসন্ধান এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এই প্রতিষ্ঠান নিয়ত কর্মরত। এই মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহনকারী বিদ্বৎসভাটি (learned body) বিগত ৬৪ বছরে শুধু বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রূপান্তর ও সুচারুতার দিক্‌নির্দেশক বাতিঘরেই পরিণত হয়নি, প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে দক্ষিণ এশিয়ার এক বিশিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিকতার কেন্দ্র (One of the Centres of Excellence of the South Asia) হিসেবে। এসব বিবেচনায় এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা তাই কোনো সামান্য বুদ্ধিবৃত্তিক সমাবেশ (Intellectual gathering) নয়; বরং দেশের সকল অঞ্চল এবং প্রান্ত থেকে আসা বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে একাডেমি প্রাঙ্গণটি হয়ে উঠে বুধমণ্ডলীর প্রজ্বলনবিভায় আলোকোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।

বাংলা একাডেমি : একুশ শতকের মিশন ও ভিশন

আমাদের ঘোষিত লক্ষ্য 'গবেষণা-নিবিড় কেন্দ্র (Research-Intensive Centre), কর্মকাণ্ডের ভৌগোলিক বিস্তার (Geographical Spread of activities) অর্থাৎ কেন্দ্রের বাইরের কর্মসূচির সম্প্রসারণ; এবং আন্তর্জাতিক সংযোগ ও জ্ঞাপন (International communication and Exposer) এবং প্রতিভাবান ও প্রশিক্ষিত গবেষক, অনুবাদক ও সংস্কৃতিমনস্ক জনশক্তি গড়ে তোলাই বাংলা একাডেমির লক্ষ্য'। গত কয়েক বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে নিয়মিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে এই চার নীতির বহুমাত্রিক বিন্যাস ও বিস্তারের মাধ্যমে একাডেমির একুশ শতকের মিশন ও ভিশনকে গভীরতর মাত্রা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

কারণ বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং লোক-মানসের উন্নত মানসম্পন্ন চর্চা, গবেষণা ও অনুবাদ এবং বাঙালি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস (Intellectual History) রচনা ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই একাডেমি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচনা করে। একাডেমির সূচনালগ্নে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, সৈয়দ আলী আহসান এ কাজ শুরু করেছিলেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

এ কথা সত্য যে পরবর্তীকালে সে-ধারা প্রত্যাশিতভাবে বিস্তার ও গভীরতা লাভ করেনি। আমরা একাডেমির বিগত বছরের ইতিহাসের দিকে লক্ষ রেখে বাংলা একাডেমিকে একুশ শতকের উপযোগী একটি প্রবুদ্ধ-ঐতিহ্য, আধুনিকতা ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে নবরূপায়ণের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় ঘোষণা করছি। এর দুটি দিক : ১. উপযোগী অবকাঠামো গঠন; এবং ২. উন্নত মানসম্পন্ন গবেষণা কার্যক্রমের পরিকল্পনা, উদ্ভাবনাময় ও একাগ্র শ্রমনিষ্ঠ এবং মেধাবী প্রয়াসে তার বাস্তবায়ন।

১. অবকাঠামোগত দিক

অবকাঠামোগত নতুন রূপটি অনেকটাই মাননীয় সদস্যবৃন্দ সহজেই চাক্ষুষ করছেন। গত শতকের ঐতিহ্যবাহী বর্ধমান হাউস (১৯০৬) আর জরাজীর্ণ প্রেস ভবন নিয়ে গড়া একাডেমির জায়গায় বিগত বছরে এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে নান্দনিক আটতলা *ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রশাসনিক ভবন*; আর তার সঙ্গে সংযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তন ও কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষ। এই মিলনায়তনের পূর্বদিকে সুপরিকল্পিত স্থাপত্যবিন্যাস যেমন সাহিত্যিক-শিল্পী এবং সংস্কৃতিকর্মীদের আলাপচারিতা ও আড্ডার এক প্রিয় অঙ্গনে পরিণত হয়েছে, তেমনি তার সঙ্গে সংযুক্ত পুকুরটির অবস্থান গোটা পরিবেশকে করেছে দৃষ্টিনন্দন। এছাড়া একাডেমি প্রকাশিত বই বিক্রয়ের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি, বিদেশি পণ্ডিত ও গবেষকদের অতিথি ভবন ও বাংলা একাডেমি ক্লাব প্রতিষ্ঠার জন্য পাঁচতলা বিশিষ্ট ড. মুহম্মদ এনামুল হক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য উত্তরায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মাণ করা হয়েছে দুটি নান্দনিক ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত ১৩ তলা ভবন।

২. কর্মসূচি বাস্তবায়ন

২.১ বর্ধমান হাউস

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, গবেষণা ও প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা একাডেমি। ভিক্টোরিয়ান গঠনরীতিতে তৈরি বর্ধমান হাউস বাংলা একাডেমির মূল আকর্ষণ। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা যখন প্রাদেশিক রাজধানীতে পরিবর্তিত হয়, তখন সাবেক হাইকোর্ট ভবন, কার্জন হল প্রভৃতির সঙ্গে এটিও নির্মিত হয়। সরকারি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও অতিথিদের বাংলো হিসেবে তখন এটি ব্যবহৃত হতো। বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চন্দ্র মাহতাব ১৯১৯-২৪ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার গভর্নরের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন, তাঁকে তৎকালীন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় বছরে একবার আসতে হতো এবং সে সময় তিনি এ বাড়িতে রাজকীয় অতিথি হিসেবে বসবাস করতেন। সেজন্যই বাড়িটির নাম হয় বর্ধমান হাউস।

১৯২১ সালের ১লা জুলাই রমনা এলাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বর্ধমান হাউস এই এলাকার মধ্যে পড়ে। ফলে কিছু সময় এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ও শিক্ষকদের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৯২৬ সালে

অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের হাউস টিউটর হিসেবে বর্ধমান হাউসের একটি অংশে বসবাস করতেন। দোতলার গাড়িবারান্দার উপরের ঘরটি ছিল তাঁর অফিসকক্ষ। কবি কাজী নজরুল ইসলাম যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন তিনি বর্ধমান হাউসে কিছুদিন ছিলেন। দেশবিভাগের পর এটি পূর্ব বাংলার প্রথম ও দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ও দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রীর জনস্বার্থবিরোধী সকল কর্মপন্থা, নীতি ও চক্রান্ত এই বর্ধমান হাউস থেকেই পরিচালিত হতো। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন দাবি করে একুশ দফা ঘোষণা করা হয়। এই একুশ দফার ষোড়শ দফাতে ছিল বর্ধমান হাউসকে প্রথমে ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করার প্রস্তাব। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয়। যুক্তফ্রন্টের সাথে নির্বাচনে পরাজিত হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন বর্ধমান হাউস ত্যাগ করার পর এটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে পরিণত হয়। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী সৈয়দ আজিজুল হক প্রথমে বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে রূপান্তরিত করার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুতের প্রাথমিক নির্দেশ দেন। ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর আবু হোসেন সরকার বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমির উদ্বোধন করেন। ১৯৬২ সালে ভবনের মূল কাঠামো এবং এর সামঞ্জস্য বজায় রেখে ভবনটিকে তিনতলা ভবনে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে বর্ধমান হাউসের নিচের তলায় 'জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর', দ্বিতীয় তলায় 'ভাষা আন্দোলন জাদুঘর', 'নজরুল স্মৃতি কক্ষ' ও 'ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ গবেষণা কক্ষ' এবং তৃতীয় তলায় 'লোকঐতিহ্য জাদুঘর' ও 'বাংলা একাডেমি আর্কাইভস' স্থাপিত হয়েছে।

২.২ ভাষা আন্দোলন জাদুঘর

বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসের দোতলায় অবস্থিত ভাষা আন্দোলন জাদুঘরটি ২০১০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পৃথিবীর আর কোনো দেশে ভাষা আন্দোলন জাদুঘর নেই। এই জাদুঘরে ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক আলোকচিত্র, সংবাদপত্র, ব্যঙ্গচিত্র, স্মারকপত্র, পুস্তক-পুস্তিকার প্রচ্ছদ এবং ভাষাশহিদদের স্মারকবস্তু সংরক্ষণ করা হয়েছে। জাদুঘরে প্রদর্শিত উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' শীর্ষক পুস্তিকার প্রচ্ছদ, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্র-জনতার বিভিন্ন মিছিলের আলোকচিত্র, মিছিলে বাধা প্রদানকারী সারিবদ্ধ পুলিশবাহিনী, ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত ছাত্রনেতা শওকত আলীকে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক রিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আলোকচিত্র, ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানের সমাবেশে বক্তৃতারত মুহম্মদ আলী জিন্নাহর আলোকচিত্র, পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রস্তুতি, ভাষাশহিদদের আলোকচিত্র, পরিচিতি ও স্মারকবস্তু, প্রথম শহিদ মিনার ও প্রভাতফেরির আলোকচিত্র,

রবীন্দ্রনাথের লেখা ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে বাংলাভাষা নিয়ে বাঙালি মুসলিমদের দ্বন্দ্বের ইতিহাস প্রবন্ধের অংশবিশেষ প্রভৃতি।

২.৩ জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর

বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে। ভাষা সাহিত্যের বাহন আর সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি। একটি দেশের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক সর্বোপরি লেখকেরাই মূল শক্তি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস ও নিদর্শন, বিখ্যাত লেখক ও কবি-সাহিত্যিকদের প্রতিকৃতি এবং তাঁদের ব্যবহৃত জিনিস, হাতের লেখা, বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম ইত্যাদি নিয়ে বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসের নিচতলায় জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি এই জাদুঘরটি উদ্বোধন করেন। এখানে প্রদর্শিত হয়েছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, মীর মশাররফ হোসেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, লালন শাহ, হাসন রাজা, জসীমউদ্‌দীন, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সুফিয়া কামাল, শামসুর রাহমান প্রমুখ মনীষীর প্রতিকৃতি এবং তাঁদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও বিভিন্ন নিদর্শন।

২.৪ বর্ধমান হাউসে অবস্থিত জাদুঘর

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বর্ধমান হাউসে অবস্থিত জাদুঘরে পরিদর্শনকারীর সংখ্যা

১. জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘরে পরিদর্শনকারীর সংখ্যা : ১১৬০০ জন

২. ভাষা আন্দোলন জাদুঘরে পরিদর্শনকারীর সংখ্যা : ১০৭০০ জন

৩. লোকঐতিহ্য জাদুঘর : ৩১.১.২০২০ তারিখে পরিদর্শন করেন উজবেকিস্তানের কবি, অনুবাদক ও সম্পাদক নাদিরা আবদুল্লাহ।

২৬.০২.২০২০ তারিখে পরিদর্শন করেন কম্বোডিয়ার পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইত সোফিয়া।

২.৫ গবেষণা কক্ষ

গবেষণা উপবিভাগের আওতাধীন বর্ধমান হাউসে জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-এর স্মৃতিবিজড়িত 'শহীদুল্লাহ্ গবেষণা কক্ষ' এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিবিজড়িত 'নজরুল স্মৃতিকক্ষ' রয়েছে। এই কক্ষ দুটির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

ক. শহীদুল্লাহ্ গবেষণা কক্ষ

বাংলা একাডেমির স্বপ্নদ্রষ্টাদের পুরোধা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। 'শহীদুল্লাহ্ গবেষণা কক্ষ' এই মহান জ্ঞানতাপসের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন। কক্ষটিতে দুর্লভ পত্রপত্রিকা, সাময়িকী, দুষ্প্রাপ্য পুথি ও পুস্তক রয়েছে। দেশি-বিদেশি গবেষক এই গবেষণা কক্ষে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব-তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন। এছাড়া প্রতিদিনই

বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গবেষণা কক্ষটি পরিদর্শন করেন।

খ. নজরুল স্মৃতিকক্ষ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিবিজড়িত বর্ধমান হাউসে 'নজরুল স্মৃতিকক্ষ' পুনরায় সংস্কারপূর্বক দর্শনার্থীদের জন্য প্রদর্শন-উপযোগী করা হয়েছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নজরুলের স্মৃতি সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। এই স্মৃতিকক্ষ দেশি-বিদেশি গবেষক ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মী এবং স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পরিদর্শন করেন।

৩. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৩.১ কারিগরি প্রশিক্ষণ

বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার পাশাপাশি প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন একটি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এর সফল বাস্তবায়ন ঘটেছে ১৯৯২ সালে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার মধ্য দিয়ে। বাংলা একাডেমি থেকে এ পর্যন্ত ১৩,১২৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের অধিকাংশই সরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র/ছাত্রী।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ উপবিভাগ পরিচালিত 'বাংলা একাডেমি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স'-এর ২টি (৮৭ ও ৮৮তম) ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। একাডেমির কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়সমূহ : ১. কম্পিউটার বিষয়ক তত্ত্বীয় জ্ঞান ২. মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ৩. মাইক্রোসফট এক্সেল ৪. মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট, ইন্টারনেট ও ইমেইল।

নিচের সারণিতে জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ সময়কালের তথ্য উপস্থাপন করা হলো :

কোর্স শিরোনাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ফি	কোর্সের মেয়াদ	সনদ প্রদানের তারিখ
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স ৮৭তম ব্যাচ	১৮৭	৪,৬২,০০০.০০	১৯শে মে ২০১৯ থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০১৯	–
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স ৮৮তম ব্যাচ	১৮৪	৪,৫৪,৫০০.০০	২২শে সেপ্টেম্বর থেকে ৯ই জানুয়ারি ২০২০	–
মোট	৩৭১	৯,১৬,৫০০.০০		

২টি ব্যাচের মোট ৩৭১ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৩ জন বাংলা একাডেমি কর্তৃক মনোনীত, ৩২১ জন ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণার্থী এবং ৪জন বাংলা একাডেমির কর্মচারীর পোষ্য। এই ২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে মোট

৯,১৬,৫০০.০০ (নয় লক্ষ ষোল হাজার পাঁচশত) টাকা প্রশিক্ষণ ফি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১২ই জানুয়ারি ২০২০ তারিখ ৮৯তম ব্যাচের প্রশিক্ষণ ক্লাস শুরু হয়ে (৪০টি মধ্যে ২৯ ক্লাস সম্পন্ন হয়) করোনা মহামারীর কারণে গত মার্চ থেকে বন্ধ হয়ে যায় এবং এখনও তা অব্যাহত আছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এবং সরকারি নির্দেশনা পাওয়া গেলে প্রশিক্ষণ ক্লাস শীঘ্রই চালু করা হবে।

৪. গ্রন্থাগার

ক. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে দেশি-বিদেশি মোট ৭৫৮ কপি বই সংগৃহীত হয়েছে।

খ. গ্রন্থাগারে ১৫টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং ০৫টি সাময়িকী সংরক্ষণ করা হয়েছে।

গ. বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে মোট ৬৪৮ জনকে পাঠক সেবা প্রদান করা হয়েছে।

ঘ. বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার *লেখক শেখ হাসিনার জন্মবার্ষিকী* উপলক্ষ্যে ৯ই অক্টোবর ২০১৯ তারিখ থেকে ১৫ই অক্টোবর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী গ্রন্থ-প্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্রদর্শনীতে লেখক শেখ হাসিনা রচিত ও সম্পাদিত ২৮টি এবং শেখ হাসিনাকে নিয়ে রচিত ও সম্পাদিত ৮৯টি গ্রন্থ প্রদর্শিত হয়। গ্রন্থ-প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। এতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি, সচিব ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, কবি কামাল চৌধুরী, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী এবং বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ উপলক্ষ্যে একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

ঙ. বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে গ্রন্থাগারের জন্য ওয়েব পেজ তৈরি, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা সফ্‌টওয়্যার 'কোহা' স্থাপন; দুষ্প্রাপ্য বই, পুথি ও সাময়িকীর নব্বই হাজার পৃষ্ঠা 'ই-বুকে' রূপান্তরিত করে গ্রন্থাগারের ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চ. গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বিগত ৮৩ বছর আগের পুরানো দৈনিক পত্রিকাগুলো বাঁধাই করে ব্যবহারোপযোগী করা হয়েছে।

৫. বাংলা একাডেমি প্রেস

বাংলা একাডেমি প্রেসে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩৫টি জব কাজ, ৪ প্রকারের মোট ১৫টি পত্রিকা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবর্ষ সিরিজ, বাংলা একাডেমির বিভিন্ন বিভাগ/উপবিভাগ ও পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ থেকে প্রকাশিত ৫৭টি গ্রন্থের মুদ্রণ ও বাঁধাই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া আধুনিক বাংলা অভিধান ১২,০০০ কপি, ইংরেজি-বাংলা

অভিধান ২৫,০০০ কপি এবং আমার দেখা নয়াচীন ৪০,০০০ কপি মুদ্রণ ও বাঁধাই কাজ বাংলা একাডেমি প্রেসে সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি প্রেসে ঐ সমস্ত গ্রন্থ/পত্রিকার মুদ্রণ ও বাঁধাই বাবদ মোট ১,৫৭,৯৫,৭২৫.০০ (এক কোটি সাতান্ন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার সাতশত পঁচিশ) টাকার বিল করা হয়েছে।

এছাড়াও বাংলা একাডেমি প্রেসে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলা-ইংরেজি অভিধান ৯,০০০ কপি, ইংরেজি-বাংলা অভিধান ৬৩,৩৪৩ কপি, বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান ৫,০০০ কপি, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান ৫,৯১৮ কপি, ছোটদের অভিধান ২,৪৬০ কপি, আধুনিক বাংলা অভিধান ১৮,০০০ কপি ও কারাগারের রোজনামচা ২৭,৬৪০ কপি মুদ্রণ-বাঁধাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ সমস্ত অভিধান ও গ্রন্থের বিলের পরিমাণ ৭৮,০০,০০০.০০ (আটাত্তর লক্ষ) টাকা।

৬. পত্রিকা

৬.১ উত্তরাধিকার

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি থেকে উত্তরাধিকার পত্রিকার ০৪(চার) টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

উত্তরাধিকার নবপর্যায় ৮০-তম, নতুন অভিযাত্রা ৪ সংখ্যাটির শুরুতে ছাপা হয়েছে খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী, সাহিত্যিক ও গবেষক মুর্তজা বশীরের দীপ্তি দত্ত গৃহীত সাক্ষাৎকার; এ সংখ্যায় এ কে এম শাহনাওয়াজ-এর 'সুলতানি বাংলায় সুফি প্রভাব', রায়হান রাইন-এর 'বৌদ্ধ সহজিয়াদের ভাষাচিন্তা', রুশো তাহের-এর 'বিশ্বায়ন ও বিজ্ঞান' ইত্যাদি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। আরও আছে কবি আলাওলকে নিয়ে গোলাম মুস্তাফার প্রবন্ধ, কবি আবুল হাসানকে নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন ওবায়েদ আকাশ। এছাড়া এ সংখ্যায় রয়েছে কবিতা, গল্প, গ্রন্থালোচনা।

উত্তরাধিকার নবপর্যায় ৮১-তম, নতুন অভিযাত্রা ৫ সংখ্যাটি শুরু হয়েছে মাসুদুজ্জামান গৃহীত সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সাক্ষাৎকার দিয়ে। আরও রয়েছে নূরুল হক-এর গুচ্ছকবিতা, বেগম আকতার কামাল- এর প্রবন্ধ 'কবিতায় আদিবাসীর স্বরায়ন', শৈলজারঞ্জনের সংগীতসাধনা নিয়ে আক্তারী মমতাজ, শিখা পত্রিকা নিয়ে মোস্তাক আহমাদ দীন, প্রয়াত কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইনকে নিয়ে লিখেছেন আবুল হাসনাত, দার্শনিক একার্ট টুলের দর্শন নিয়ে লিখেছেন কামরুল আহসান; এছাড়া প্রতি সংখ্যার মতো আছে বিদেশি গল্পের অনুবাদ, কবিতা, গল্প, অনুবাদ কবিতা, চলচ্চিত্র ও থিয়েটার নিয়ে প্রবন্ধ।

উত্তরাধিকার নবপর্যায় ৮২-তম, নতুন অভিযাত্রা ৬ সংখ্যাটির শুরুতে আছে হাবিবুল্লাহ ফাহাদ গৃহীত বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী, শিক্ষাবিদ, গবেষক সন্‌জীদা খাতুন-এর সাক্ষাৎকার। এই সংখ্যায় 'রশীদ আল ফারুকীর চিন্তার জগৎ: চকিত অবলোকন' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন শামসুজ্জামান খান; 'কামু ও

দ্য প্লেগ: অ্যাবসার্ডিটি এবং অনিঃশেষ আশাবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন আহমাদ মোস্তফা কামাল; 'আমাদের পথহাঁটা' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন প্রশান্ত মৃধা; জফির সেতু লিখেছেন 'দেশভাগ ও বাংলাদেশের কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধ। এছাড়া প্রতি সংখ্যার মতো আছে বিদেশি গল্পের অনুবাদ, কবিতা, গল্প, অনুবাদ কবিতা ইত্যাদি। উল্লেখ্য, করোনা বিশ্ব মহামারিকালীন সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়।

উত্তরাধিকার নবপর্যায় ৮৩-তম, নতুন অভিযাত্রা ৭ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে বরেণ্য শিক্ষাবিদ, লেখক, গবেষক অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সংখ্যা হিসেবে। এই সংখ্যাটিতে লিখেছেন বাংলাদেশের খ্যাতিমান লেখকগণ। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শামসুজ্জামান খান, মালেকা বেগম, সেলিনা হোসেন, মাহবুবুল হক, আবুল মোমেন, শফি আহমেদ, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, আবুল আহসান চৌধুরী, গোলাম মুস্তাফা, কামাল চৌধুরী, বিশ্বজিৎ ঘোষ, সৈয়দ আজিজুল হক, লুৎফর রহমান লিটন, মারুফুল ইসলাম প্রমুখ। এসব লেখায় উঠে এসেছে আনিসুজ্জামানের লেখক, গবেষক ও ব্যক্তিসত্তার নানাদিক। উল্লেখ্য, করোনা বিশ্ব মহামারিকালীন সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়।

৬.২ ধানশালিকের দেশ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি থেকে ধানশালিকের দেশ পত্রিকা মুদ্রিত হয়েছে ০৪(চার) টি সংখ্যা।

ধানশালিকের দেশ ৪৭ বর্ষ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯ সংখ্যাটির শুরুতে প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে– খ্যাতিমান রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী, লেখক, গবেষক, সংগঠক, সংগীতজ্ঞ এবং শিক্ষাবিদ সন্‌জীদা খাতুনের সাক্ষাৎকারভিত্তিক লেখা–'আমার বাবা'। শিক্ষাবিদ ও বাংলা একাডেমির প্রাক্তন মহাপরিচালক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদের কেমব্রিজ জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা 'হারুর কেমব্রিজ যাত্রা'-সহ আরও কয়েকটি প্রবন্ধ। কথাশিল্পী ইমদাদুল হক মিলনের 'তিনটি অলৌকিক ঘোড়া; হাসান হাফিজ অনূদিত রূপকথা 'মহাপেটুক মকড়সা ও মৌচাক'; ইনাম আল হকের 'ঝরা পালক দিয়ে তিন কন্যার বিয়ে'-সহ আরও কয়েকটি গল্প ছাপা হয়েছে। সায়েন্স ফিকশন 'সিয়ান অথবা নাবিলা' লিখেছেন আফসানা বেগম। ছড়া/কবিতা লিখেছেন রফিকুল হক দাদু ভাই, মাহমুদউল্লাহ, শিহাব সরকার, দুলাল সরকার, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল-সহ আরও বেশ কয়েকজন প্রবীণ-নবীন ছড়াকার ও কবি।

ধানশালিকের দেশ ৪৭ বর্ষ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯ সংখ্যাটির শুরুতে প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে পাভেল রহমানের 'পুতুলওয়ালা মুস্তাফা মনোয়ার'; জফির সেতুর 'রবীন্দ্রনাথ সিলেটে এসেছিলেন'; জোহরা শিউলীর 'একদিন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে'; খ্যাতিমান অভিনেত্রী ফেরদৌসী মজুমদারের সাক্ষাৎকারভিত্তিক

'আমার ভাই মুনীর চৌধুরী'-সহ বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ। গল্প ছাপা হয়েছে মনিরুজ্জামানের 'হাঁসের পিঠে হাতির গল্প'; শাহজাহান কিবরিয়ার 'মগবিহীন রাজা'; মঞ্জু সরকারের 'মিতুর পোষা টিয়ে' প্রভৃতি-সহ আরও বেশ কয়েকটি গল্প। আলী ইমামের বিজ্ঞান কল্পকাহিনি 'টাউনো গ্রহের পথে-প্রান্তরে'। ছড়া/কবিতা লিখেছেন ফজল-এ-খোদা, রবিউল হুসাইন, মুহম্মদ নূরুল হুদা-সহ বেশ কয়েকজন প্রবীণ-নবীন ছড়াকার ও কবি।

ধানশালিকের দেশ ৪৮ বর্ষ জানুয়ারি-মার্চ ২০২০ সংখ্যাটির শুরুতে রূপকথা/লোককথা/গল্প অংশে ছাপা হয়েছে আ. শ. ম. বাবর আলীর 'এক দৈত্যের গল্প'; বুলবুল চৌধুরীর 'রূপবতী'; খায়রুল আলম সবুজ অনূদিত 'বুনোবনে ডাকবাক্স'-সহ আরও বেশ কয়েকটি গল্প। প্রবন্ধ/নিবন্ধ/গদ্য অংশে ছাপা হয়েছে রাহাত খানের সাক্ষাৎকারভিত্তিক স্মৃতিচারণমূলক লেখা 'ছোটবেলার দিনগুলো বড় উজ্জ্বল আর রঙিন মনে হতো'; মোবারক হোসেন লিটনের 'গণিতের গোণাগুনতি'-সহ বেশ কয়েকটি গদ্য। ছড়া/কবিতা লিখেছেন আখতার হুসেন, ফারুক মাহমুদ, আসলাম সানী-সহ বেশ কয়েকজন প্রবীণ-নবীন ছড়াকার ও কবি। উল্লেখ্য, করোনা বিশ্ব মহামারিকালীন সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়।

ধানশালিকের দেশ ৪৮ বর্ষ এপ্রিল-জুন ২০২০ সংখ্যাটির শুরুতে গল্প রয়েছে ইমদাদুল হক মিলনের 'বাবন ও একঝাঁক বুলবুলি'; মোহিত কামালের 'আত্মার ভেতর সোনার মোহর'; সাদ কামালীর 'কিশোর যোদ্ধা সাবু'-সহ বেশ কয়েকটি গল্প। কথাশিল্পী আনোয়ারা সৈয়দ হকের কিশোর উপন্যাস 'ছেলেটির নাম আবির'। প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ভ্রমণকাহিনি অংশে ইকতিয়ার চৌধুরীর 'গোয়েরনিকার মা গার্নিকা'; আমিনুর রহমান সুলতানের 'শিশুতোষ লোকজ খেলা'; মাহমুদ হাফিজের 'নিহঙ্গ বিহঙ্গ দিন'-সহ আরও কয়েকটি লেখা। ছড়া/কবিতা লিখেছেন নির্মলেন্দু গুণ, অসীম সাহা, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, লুৎফর রহমান রিটন-সহ আরও কয়েকজন প্রবীণ-নবীন ছড়াকার ও কবি। উল্লেখ্য, করোনা বিশ্ব মহামারিকালীন সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়।

৬.৩ বাংলা একাডেমি পত্রিকা

সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা ত্রৈমাসিক *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে *বাংলা একাডেমি পত্রিকার* ০২(দুই)টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যাগুলো হলো ৬৩ বর্ষ : ৩য়-৪র্থ সংখ্যা ও ৬৪ বর্ষ : ১ম-২য় সংখ্যা। সংখ্যাগুলোতে ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ফোকলোর, নাটক ও থিয়েটার বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত সংখ্যায় সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন শারমিনুর নাহার, সাজিয়া শারমিন, আবু হেনা মোস্তফা এনাম ও মোরশেদুল আলম। প্রবন্ধের বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে–'বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক উপন্যাস', 'সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটোগল্প : নিম্নবর্গ', 'মাহমুদুল হকের গদ্য : সোনালি শস্যের দেশ' ও 'আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটোগল্পে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন'।

ভাষা-পরিকল্পনাবিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন স্বরোচিষ সরকার ও মো. রবিউল ইসলাম। প্রবন্ধের শিরোনাম 'মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ভাষা পরিকল্পনা' এবং 'আবদুল হকের প্রবন্ধে প্রতিফলিত ভাষা-পরিকল্পনা'।

ইতিহাসবিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে 'বঙ্গের বিবর্তন : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা', 'বাংলার মুসলমান সমাজে ইতিহাসচর্চার ধারা : ১৭৫৭-১৮০০', 'একাত্তরের গণহত্যা এবং হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট'। এগুলির প্রবন্ধকার যথাক্রমে শারমীন আখতার, মো. এমরান জাহান ও অরুণ কুমার গোস্বামী। ফোকলোর বিষয়ে লিখেছেন মার্জিয়া আক্তার ও কিষান মোস্তফা। প্রবন্ধের বিষয় 'আঠারো শতকের বাংলা কৃষ্ণযাত্রা' ও 'গাজীর গানের বিষয় ও শিল্পরীতি'।

এছাড়াও 'মুহম্মদ আবদুল হাই ও *সাহিত্য পত্রিকা*' বিষয়ে নিজামউদ্দিন জামি, প্রকাশনার ক্ষেত্রে পাঠোপযোগিতার গুরুত্ব বিষয়ে মো. মাহফুজুর রহমান, 'বাংলাদেশের জার্মান সাহিত্যের অনুবাদ' নিয়ে মিল্টন বিশ্বাস এবং চিকিৎসক-রোগীর সম্পর্কের সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিষয়ে শিপ্রা সরকারের প্রবন্ধ রয়েছে।

৬৪ বর্ষ : ১ম-২য় সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির প্রবন্ধকার তপন পালিত, জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ ও শিল্পী ভদ্র। প্রবন্ধের শিরোনাম–বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রভাবনা, বাংলা ভাষার মর্যাদা পরিকল্পনায় বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও মননে পিতার ভূমিকা।

রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন বিশ্বজিৎ ঘোষ ও শৈবাল রায়। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বুদ্ধবাদী জাপান এবং রবীন্দ্রনাথ' এবং 'রবীন্দ্রনাথের *সীতা* : উনিশ শতকের ভাবনাবৃত্ত'। থিয়েটার নিয়ে লিখেছেন শামীম হাসান ও মোহাম্মদ তানভীর আহমদ; প্রথমটির বিষয়বস্তু গণমাধ্যম ও থিয়েটার, অন্যটি বাংলাদেশের স্টুডিও থিয়েটার চর্চা।

ইতিহাসবিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন এস এম তানভীর আহমদ ও মুর্শিদা বিনতে রহমান। প্রথমটির শিরোনাম 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টান মিশন ও মিশনারিদের ভূমিকা', অন্যটির 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে চীনপন্থি বামদের ভূমিকা : ১৯৭২-৭৫'।

'লোকধর্মের আবহে *তিতাস একটি নদীর নাম*' ও 'বাংলা সাহিত্যে কৈবর্ত জীবন : আত্মপরিচয় ও পেশা' বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম ও নিবেদিতা রায়। কবিতা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন কুদরত-ই-হুদা ও তারানা নূপুর। প্রবন্ধদ্বয় হচ্ছে–জসীমউদ্‌দীনের কবিতা এবং বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক *অনাম্নী অঙ্গনা* বিষয়ে।

'মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণে সাহিত্যবিশারদের ভূমিকা' ও 'বাংলা গদ্যের ইতিহাসে উপেক্ষিতা' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন তারিক মনজুর ও লায়লা জামান। এছাড়াও রয়েছে সতীনাথ ভাদুড়ীর *অচিন রাগিণী*র শিল্পশৈলী এবং আরজ আলী মাতুব্বর বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন মোমেনুর রসুল ও সেলিম মোজাহার।

৬.৪ বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর বিষয়ক ষাণ্মাসিক 'বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা'র ০২(দুই)টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

১ম বর্ষ: ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল ডিসেম্বর ২০১৯। এই সংখ্যায় রয়েছে ফোকলোর বিষয়ক প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, অনুবাদ, পুস্তক আলোচনা, ফিল্ডওয়ার্ক এবং নাগরিক মঞ্চে ফোকলোর বিষয়ক নাট্য ও সংগীত পর্যালোচনা।

ফোকলোর বিষয়ক প্রবন্ধসমুহের মধ্যে রয়েছে যতীন সরকারের 'মৈমনসিংহ-গীতিকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি', শামসুজ্জামান খানের 'লোকগল্পের পরিযাণতত্ত্ব ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংযোগ', শক্তিনাথ ঝা'র 'বাউল ফকিরের অর্থনৈতিক ভাবনা', সুখবিলাস বর্মার 'বাংলায় ফোকলোরচর্চার হাল-হকিকত', মিলন কান্তি দে'র 'লোকসংস্কৃতিপ্রাণ বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর যাত্রানুরাগ', শাহিদা খাতুনের 'বহুত্ববাদী বাঙালী সমাজ এবং ফোকলোরের সমন্বয়ধর্মী ও মানবতাবাদী চেতনা', নিসার হোসেনের 'শম্ভু আচার্য এবং মুন্সীগঞ্জের পটচিত্র', শেখ মকবুল ইসলামের 'এথ্‌নোমিউজিকোলজি ও ফোক মিউজিকোলজি : সংগীত-সংস্কৃতির বোধান্বয়ন', মোস্তফা সেলিমের 'পুথি ও সিলেটি নাগরী সাহিত্যের নবজীবন' এবং রওশন জাহিদের 'বাংলা পুথি : আর্থ-সামাজিক পরিচয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ'।

মণিপুরী নাচের বিখ্যাত শিল্পী দেবযানী চালিহার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ ও গবেষক আবুল আহসান চৌধুরী। লালন ফকিরের জীবনদর্শন ও গান কীভাবে দেবযানী চালিহাকে প্রভাবিত করেছে সে বিষয়টি দুজনের কথোপকথনে উঠে এসেছে। এছাড়াও রয়েছে ফোকলোরবিদ ও গবেষক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদের সাক্ষাৎকার। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য-সংস্কৃতির নিদর্শন চর্যাপদ নিয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থের আলোকে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন সাইমন জাকারিয়া।

ফিল্ডওয়ার্ক পর্বে আমিনুর রহমান সুলতান লিখেছেন রংপুর অঞ্চলের ঘরে বাঁশের ছাদশিল্প বিষয়ে এবং সুমনকুমার দাশ লিখেছেন সিলেটের হালতিগান নিয়ে।

অনুবাদ পর্বে অ্যালান ডান্ডেসের 'Seeing is Believing' প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ করেছেন নূরুননবী শান্ত 'দেখা-ই বিশ্বাস' শিরোনামে এবং ডব্লিউ. বি. ইয়েটস-এর 'The Message of the Folk-Lorist'-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন মোনালিসা খান 'ফোকলোরবিদের কথা' শিরোনামে।

পুস্তক আলোচনা অধ্যায়ে সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ রচিত *নতুন চর্যাপদ* গ্রন্থের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন মোহাম্মদ শেখ সাদী। রাতুল সুরুজ লিখেছেন শাওন আকন্দের *বাংলাদেশের তাঁতশিল্প* গ্রন্থ নিয়ে। এছাড়া অসমীয়া ভাষায় লিখিত দেবযানী চালিহার *লালন সাঁইর গীত* গ্রন্থের আলোচনা করেছেন পিয়াস মজিদ।

লোক নাট্যদলের মঞ্চায়ন 'সোনাই মাধব' নাটকের একটি চমৎকার মূল্যায়ন করেছেন অংশুমান ভৌমিক। প্রবন্ধের শিরোনাম 'নবায়ন, রূপায়ণ, সাফল্য : সোনাই মাধব'। 'কল্পনাতীত আখ্যানের মঞ্চযাত্রা' শিরোনামে 'রাই-কৃষ্ণ পদাবলী' নৃত্যনাট্য সম্পর্কে লিখেছেন রাসেল মাহ্‌মুদ। গণসংগীতশিল্পী শুভেন্দু মাইতির সংগীতের আসর নিয়ে প্রতিবেদন করেছেন ওয়াহিদা মোমেন চৌধুরী।

পত্রিকার ২য় সংখ্যার প্রকাশকাল জুন ২০২০। প্রবন্ধ পর্বে রয়েছে পবিত্র সরকারের 'নাগরিক লোকসংস্কৃতি', শামসুজ্জামান খানের 'ফোকন্যারেটিভ : লিজেন্ড', শেখ মকবুল ইসলামের 'ভিজুয়াল ফোকলোর', অংশুমান ভৌমিকের 'বর্গি এ(সেছি)ল দেশে', বেলাল হোসেনের 'লোকজীবনে মালসী প্রভাব : একটি এথ্‌নোমিউকোলজিক্যাল স্টাডি', মোহাম্মদ শেখ সাদীর 'মাইজভাণ্ডারির দর্শন ও সংগীত : রূপ-রূপান্তর' এবং সোমব্রত সরকারের 'বৈষ্ণব আখড়ার গান'।

সাক্ষাৎকার পর্বে রয়েছে মোহাম্মদ সাদিক ও টুনটুন ফকিরের সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সুমন কুমার দাশ ও অনাবিল ইহসান।

ফিল্ডওয়ার্ক পর্বে আমিনুর রহমান সুলতানের বিষয় সিলেটের শীতলপাটি, ইউসুফ হাসান অর্কের বিষয় মোহাম্মদ সাইদুলের কিস্‌সাগান এবং সুরুজ আলীর বিষয় খেতুর উৎসব।

অনুবাদ পর্বে রয়েছে লিন্ডা ডেঘের 'The Approach to Worldview in Folk Narrative Study' প্রবন্ধের আলোকে 'লোকাখ্যান গবেষণা পদ্ধতির বিশ্ববিস্তৃত অবলোকন' শিরোনামে রওশন জাহিদের বাংলা অনুবাদ। এছাড়া এনটেনিও গ্রামসির 'Observations on Folklore'-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন মোনালিসা খান 'লোকসাহিত্য পর্যালোচনা' শিরোনামে এবং ভ্লাদিমির জে. প্রপ রচিত 'The Principles of Classifying Folklore Genra' প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ করেছেন রিফ্‌ফাত সামাদ।

ফোকলোর সাধক পর্বে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, শীলা বসাক, মযহারুল ইসলাম, আশরাফ সিদ্দিকী, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও মদন মোহন আচার্য-কে নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন উদয় শংকর বিশ্বাস, সাইমন জাকারিয়া, হাসান ইমাম সুইট, রোকনুজ্জামান সৈকত, রতন কুমার ও সরোজ মোস্তফা।

সুমনকুমার দাশের *বাউলের আখড়ায় ফকিরের ডেরায়* গ্রন্থের আলোচনা করেছেন যতীন সরকার। নূরুননবী শান্ত লিখেছেন অ্যালান ডান্ডেসের *ইন্টারপ্রিটিং ফোকলোর* নিয়ে এবং রাহেল মজুমদার লিখেছেন *ঐতিহ্যবাহী জামদানি নকশা* নিয়ে।

পত্রিকার শেষ পর্বে 'নগর দর্পণে ফোক নায়িকা আমিনা'-র বিশ্লেষণ করেছেন মিলন কান্তি দে, 'ভাবনগর সাধুসঙ্গের চর্যাপদের গানের পুনর্জাগরণ' নিয়ে আলোচনা করেছেন করুণাময় গোস্বামী এবং রাসেল মাহমুদ করেছেন 'চম্পাবতী'র মূল্যায়ন।

পত্রিকার প্রচ্ছদ করেছেন মোস্তাফিজ কারিগর।

৬.৫ বাংলা একাডেমি বার্তা

বাংলা একাডেমি বার্তা একাডেমির ত্রৈমাসিক মুখপত্র। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯ এবং জানুয়ারি-মার্চ ২০২০ এই ০৩(তিন)টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এতে একাডেমির সকল সেমিনার, আলোচনা সভা, প্রশিক্ষণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং গবেষণামূলক কর্মসূচির বিশদ ও সচিত্র প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি দেশের খ্যাতিমান লেখক-শিল্পীদের প্রয়াণে একাডেমির শোকবাণী এবং স্মরণসভার খবরও এতে লিপিবদ্ধ থাকে। বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলার যাবতীয় সংবাদ বিবরণসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত বইমেলায় একাডেমির অংশগ্রহণের তথ্য সন্নিবেশিত হয়। অবসরে যাওয়া এবং প্রয়াত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরা হয় *বাংলা একাডেমি বার্তায়*। এপ্রিল-জুন ২০১৯ সংখ্যা থেকে চালু হয়েছে এই পত্রিকার একটি নতুন বিভাগ 'আমার বাংলা একাডেমি'। এই বিভাগে দেশের গুরুত্বপূর্ণ লেখক-বুদ্ধিজীবী এবং একাডেমির প্রাক্তন মহাপরিচালক, পরিচালক এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনের স্মৃতিচারণ স্থান পাচ্ছে।

৬.৬ বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা

২০১৯–২০২০ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি থেকে *বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা* প্রকাশিত হয়েছে ০২(দুই)টি সংখ্যা

বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা নবপর্যায় বর্ষ ০১, সংখ্যা-০১, বর্ষ জুলাই ২০১৯–ডিসেম্বর।

বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা জুলাই ২০১৯–ডিসেম্বর ২০১৯ সংখ্যাটি ডিসেম্বর ২০১৯ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকার ঐতিহ্য অনুসরণ করে এ সংখ্যাটিও বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন লেখায় সমৃদ্ধ। বিষয় বৈচিত্র ও পরিবেশনায় এ সংখ্যাটি অনন্য। এ সংখ্যায় সর্বমোট ১৪ (চৌদ্দ)টি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– হাফিজ উদদিন আহমেদ-এর 'বার্ধক্য ও ব্যাধি', অরুণ কুমার লাহিড়ীর 'মূলি বাঁশ সংরক্ষণ', মোঃ হাসান কবীরের 'রোপা আমন ধানের ফলনের উপর ধানের জাত, রোপন গভীরতা ও নাইট্রোজেন জাতীয় সারের প্রভাব', অপরেশ কুমার ব্যানার্জীর 'আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে হোমিওপ্যাথি', বরুণ দাসের 'চন্দ্র বিজয়ের ৫০ বছর' ইত্যাদি। এছাড়াও খ্যাতমান অনেক লেখক ও গবেষকের রচনাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রতিটি লেখাই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সচিত্র। এছাড়াও এ সংখ্যাটিতে বিজ্ঞান বিশ্ব, পুস্তক আলোচনা ও পুস্তক পরিচিতি নামে ০৩(তিন)টি বিভাগ রয়েছে।

বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকার এ সংখ্যাটি একটি বিশেষায়িত সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এটি কোভিড-১৯ বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে কোভিড এ ভাইরাসটি মহামারি হিসেবে মানবসভ্যতার উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। এই বিষয়টিকে মূল উপজীব্য বিবেচনা করে বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকার এই সংখ্যাটিকে কোভিড-১৯ বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। সংখ্যাটিতে কোভিড-১৯ নিয়ে ১১টি প্রবন্ধ ও অনেকগুলো বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ডা. হাফিজ উদ্দীন আহমদের লেখা 'কোভিড-১৯ ও একটি অভিজ্ঞতা', ড. পরেশ চন্দ্র মোদকের 'কোভিড-১৯ : চিকিৎসা পদ্ধতির ভবিষ্যত', ডা. অপরেশ কুমার ব্যানার্জীর 'কোভিড-১৯ রোগের লক্ষণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', ডা. তপন বাড়ৈর 'কোভিড-১৯ কাউন্সিলিং, করণীয় ও পথ্যের গুরুত্ব' ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও হাত ধোয়া, মাস্ক পরার নিয়ম জানুন, কোভিড-১৯ : রোগ সত্য-মিথ্যার বেড়াজাল ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ নিবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে দুর্যোগপূর্ণ বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে যতেষ্ট পরিমাণ তথ্য-উপাত্তের অভাবে মানুষ যখন করোনা ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত্র, তখন এ রকম একটি সংখ্যা মানুষের করোনা ভীতি দূর করে মানুষকে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত ও নির্ভার হতে সাহায্য করবে। এছাড়াও রয়েছে বিজ্ঞান বিশ্ব, পুস্তক আলোচনা ও পুস্তক পরিচিতি ইত্যাদি নিয়মিত বিভাগ।

৬.৭ দি বাংলা একাডেমি জার্নাল পত্রিকা

সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা ষান্মাসিক *দি বাংলা একাডেমি জার্নাল*। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে *দি বাংলা একাডেমি জার্নালের* প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

(জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯) প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যাটিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও রাজনৈতিক কর্মের উপর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ের উপর প্রবন্ধসহ ছোটগল্প, কবিতা, সংগীত, চলচ্চিত্র, নাটক প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা থেকে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত বা ইংরেজি ভাষায় রচিত লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যাটির সূচিপত্র উপস্থাপন করা হলো : *Spotlight: Father of the Nation*—Sheikh Hasina : *My Dear Brothers,* Shihab Sarkar: *Portrait of a Colossal Leader,* Rashid Askari: *Bangabandhu and the Declaration of Bangladesh Independence,* Ahmed Ahsanuzzaman: *Bangladesh in the Making: Bangabandhu Sheikh Mujib's Jail Diaries in English Translations,* Jasimuddin: *Bangabandhu; Essays*—Subhash Mukhapadhayay: *December 1971 Journal,* Serajul Islam Choudhury: *Tagore's Engagement with Nationalism,* Anwarul Karim: *Rain-Making a Primitive Culture in Bangladesh and Elsewhere,* Haroonuz Zaman: *Our Folk Poets: Beyond the 'Superstition of Modernity',* Fakrul Alam: *Sufism, Peace and Harmony and Bangladesh Past and Present,* Mohssen Arishie: *Lessons from Bangladesh Genocide,* Fayeza Hasanat: *A Translator's Dilemma*; *Stories*—Zahir Raihan, Syed Shamsul Haq, Al Mahmud, Jyotiprakash Dutta, Rizia Rahman, Syed Manzoorul Islam, Dilruba Z Ara; *Songs*—Lalon Shah, Kazi Nazrul Islam; *Poems*—Jibanananda Das, Nirmalendu Goon, Ruby Rahman, Rudra Muhammad Shahidullah, Kamal Chowdhury, Asad Mannan; *Interview*—Kaiser Haq; *Film*—Rafi Hossain; *Books*—Tusar Talukder, Zerin Alam; *Theatre*—Abdus Selim.

৭. উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন

৭.১ বাংলা একাডেমির ৬৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বাংলা একাডেমির ৬৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৪২৬/৩রা ডিসেম্বর ২০১৯ মঙ্গলবার দিনব্যাপী বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

সকাল ১০:০০টায় একাডেমি প্রাঙ্গণে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, বাংলা একাডেমির পতাকা উত্তোলন করেন মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। শান্তির প্রতীক পায়রা এবং বেলুন উড়িয়ে ৬৪-তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধন ঘোষণা করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি মহোদয় জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

এরপর মহান ভাষা আন্দোলনের অমর শহিদদের স্মৃতির প্রতি কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে এবং বাংলা একাডেমির স্বপ্নদ্রষ্টা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্'র সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়।

বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির রবীন্দ্রচত্বরে ***বাংলা একাডেমি ও আমাদের সমাজ*** শীর্ষক বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বক্তৃতা-২০১৯ প্রদান করেন জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির সচিব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রয়াত ভাষাসংগ্রামী রওশন আরা বাচ্চুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

স্বাগত ভাষণে একাডেমির সচিব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, বাংলা একাডেমি বাঙালি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ এবং সাংস্কৃতিক অগ্রসরমানতার প্রতীক প্রতিষ্ঠান।

একক বক্তা অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, মুক্তিযুদ্ধ থেকে প্রেরণা নিয়ে বাংলা একাডেমির পরিসর এখন সবদিক দিয়ে প্রশস্ত হয়েছে। প্রকাশনা একাডেমির একটা বড়ো কাজ। একাডেমি থেকে বহু ধরনের অভিধান প্রকাশিত হয়েছে এবং তার অধিকাংশই বিস্ময়করভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে সম্পাদিত বাংলা সাহিত্যকর্মের প্রকাশ এর আরেকটি কাজের দিক। লোকসংস্কৃতির নমুনা সংগ্রহ ও সম্পাদনায় একাডেমি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। একাডেমি-আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা এখন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলা একাডেমির মতো প্রতিষ্ঠান সমাজকে সংস্কৃতিপ্রিয় হতে সাহায্য করে। সমাজেও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসার একটা ক্ষেত্র থাকতে হবে, তবেই তার মধ্যে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান থেকে সে গ্রহণ করতে সমর্থ হবে। বাংলা একাডেমি নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতো নয়। সমাজে তার অবস্থান, সমাজেই তার ভিত্তি। সেই ভিত্তিটা যত শক্ত হয়, উভয়ের ততই মঙ্গল।

সভাপতির ভাষণে মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী বলেন, ছয় দশকের পরিক্রমায় বাংলা একাডেমি আজ এক আলোক-বৃক্ষের নাম। বাংলা একাডেমিকে ঘিরে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা এতটাই বিপুল যে আমাদের সীমিত সাধ্যে তা তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করা সম্ভব নয়, তবু আমরা বাঙালির এই প্রাণের প্রতিষ্ঠানকে জাতির মনন-আকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার, অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান, অধ্যাপক আনোয়ারুল করীম, উজবেকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মসয়ুদ মান্নান, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, মোনায়েম সরকার, *শিক্ষাবার্তা* সম্পাদক এ এন রাশেদা, ফ্যাশন ডিজাইনার বিবি রাসেল, অধ্যাপক হাবিব আর রহমান, ড. ইসরাইল খান প্রমুখ।

সন্ধ্যা ৬:০০টায় আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে স্মৃতিচারণ, সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্মৃতিচারণে অংশ নেন একাডেমির প্রাক্তন মহাপরিচালক, সচিব, পরিচালক ও উপপরিচালকবৃন্দ। প্রাক্তন গুণীজনদের একাডেমি পরিবারের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

বাংলা একাডেমি জীবনের স্মৃতিচারণে অংশ নেন– একাডেমির বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, একাডেমির প্রাক্তন সভাপতি ও মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ, অধ্যাপক মনসুর মুসা, অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ; প্রাক্তন পরিচালক– ফরহাদ খান, আবদুল হান্নান ঠাকুর, জাকিউল হক, নুরুল ইসলাম, এবং প্রাক্তন উপপরিচালক এনায়েত করীম, কল্যাণী ঘোষ, আনোয়ার হোসেন, আনিসুর রহমান, আব্দুল মজিদ, হেলাল উদ্দিন, মুর্শিদুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। তাঁরা বলেন, 'বাংলা একাডেমির সময় ছিল আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের কাছে কেবল পেশাগত দায়িত্ব পালনের জায়গা ছিল না বরং জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের পবিত্র অঙ্গনে আমরা নিজেদের শ্রম ও মেধা যেমন নিয়োজিত করার সুযোগ পেয়েছি তেমনি ঋদ্ধ হয়েছি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির অনির্বাণ আলোয়।'

৭.২ কথাসাহিত্যিক রিজিয়া রহমানের প্রয়াণে স্মরণসভা

বাংলা একাডেমি ২১শে ভাদ্র ১৪২৬/৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও বাংলা একাডেমির ফেলো রিজিয়া রহমানের প্রয়াণে স্মরণসভার আয়োজন করে। শুরুতেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

স্মরণসভায় তাঁর জীবন ও সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা এবং স্মৃতিচারণায় অংশ নেন কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হক, কবি জাহিদুল হক, লেখক কাজী মদিনা, কথাসাহিত্যিক নাসরীন জাহান, কথাসাহিত্যিক পারভেজ হোসেন, প্রকাশক মাজহারুল ইসলাম, কবি মাহবুব আজীজ, কথাসাহিত্যিক পাপড়ি

রহমান, কথাসাহিত্যিক আবু হেনা মোস্তফা এনাম, কথাসাহিত্যিক স্বকৃত নোমান, কবি পিয়াস মজিদ এবং রিজিয়া রহমানের পুত্র আবদুর রহমান প্রমুখ।

স্বরণসভায় উপস্থিত ছিলেন কবি রুবী রহমান, কবি কাজী রোজী, ড. মালেকা বেগম, অধ্যাপক গোলাম মুস্তাফা, কথাসাহিত্যিক শাহীন আখতার, কথাসাহিত্যিক ঝর্না রহমান, কথাসাহিত্যিক আফরোজা পারভীন, ড. মাসুদুজ্জামান, কথাসাহিত্যিক মোহিত কামাল, কথাসাহিত্যিক দিলারা মেসবাহ, ড. নুরুল করিম নাসিম, ড. ইসরাইল খান, লেখক দিল মনোয়ারা মনু, রিজিয়া রহমানের পুত্রবধূ শেরিনা তাবাস্সুম প্রমুখ।

একাডেমরি মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী বলেন, রিজিয়া রহমান সমকালীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কথাসাহিত্যিক। আশি বছরের বর্ণাঢ্য সৃজন-জীবনে তিনি গল্প-উপন্যাস-শিশুসাহিত্য-আত্মজীবনী এবং স্মৃতিকথামূলক রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছেন নতুন অভিমুখ। রিজিয়া রহমানের মতো অমর লেখকের কোনো মৃত্যু নেই, আমাদের সকলের পাঠ ও ভালোবাসার মধ্যে তিনি বেঁচে থাকবেন নিরবধিকাল।

বক্তারা বলেন, রিজিয়া রহমানের উপন্যাস ও গল্প বিষয়-বৈচিত্র্যে অনন্য। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস থেকে আধুনিক বাংলাদেশের জন্মকথা, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের বাস্তবতা, বস্তিবাসী, নির্যাতিতা নারী, চা-শ্রমিক ও সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জীবন-লড়াই এবং প্রবাসীজীবনের নানা সংকটকে তিনি গল্প-উপন্যাসের বিষয় করে তুলেছেন অসামান্য শিল্পদক্ষতায়। তাঁরা বলেন, রিজিয়া রহমান নিভৃতের মানুষ। সমস্ত সরবতা ঘনীভূত হয়েছে তাঁর লেখনীতে। কাহিনিনির্ভর একমাত্রিক কথাসাহিত্যিক ধারার তিনি অনুসারী ছিলেন না বরং কাব্যময় শিল্পব্যঞ্জনায় তাঁর কথাসাহিত্য উত্তীর্ণ হয়েছে অন্যতর মাত্রায়। উত্তরপ্রজন্মের লেখকদের মাঝে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর অনশ্বর প্রভাবধারা।

রিজিয়া রহমানের পুত্র আবদুর রহমান বলেন, মা একই সঙ্গে ছিলেন একজন ভালো লেখক এবং একজন ভালো মানুষ। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা হলো– সততার শিক্ষা। তিনি সবসময় বলতেন, মানুষের সামনে পথ অনেক কিন্তু গন্তব্য একটাই-মানবিকতা।

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, রিজিয়া রহমানের উপন্যাসে মানুষের মন থেকে ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের গভীরতর অধ্যায় খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি নিম্নবর্গ ও প্রান্তিক মানুষের জীবনকে তাঁর অনেক উপন্যাসের বিষয় করেছেন আবার মধ্যবিত্ত জীবনও উঠে এসেছে সুনিপুণ মমতায়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর অনন্য সাহিত্যকর্ম। রিজিয়া রহমানের লেখনশৈলীর সরলতা ও প্রত্যক্ষতা পাঠকের কাছে তাঁর

সমকালে যেমন আদৃত হয়েছে বিপুলভাবে তেমনি শিল্পসৃষ্টির নিজস্বতা তাঁকে বহুকাল স্মরণীয় করে রাখবে পাঠকের কাছে।

৭.৩ কবি শামসুর রাহমানের ৯১তম জন্মদিন উদ্‌যাপন

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমানের ৯১তম জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি, জাতীয় কবিতা পরিষদ এবং শামসুর রাহমান স্মৃতি পরিষদ-এর যৌথ উদ্যোগে ৭ই কার্তিক ১৪২৬/২৩শে অক্টোবর ২০১৯ বুধবার বিকেল ৫:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে আলোচনা, নিবেদিত কবিতাপাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

এদিন কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষের সামনে কবির প্রতিকৃতি উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলা একাডেমির সাবেক কর্মকর্তা প্রাবন্ধিক-অনুবাদক আরশাদ আজিজের প্রয়াণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

শামসুর রাহমানকে ঘিরে স্মৃতিচারণ ও আলোচনায় অংশ নেন ইতিহাসবিদ অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *কালি ও কলম* সম্পাদক আবুল হাসনাত, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী, কবি মুহাম্মদ নূরুল হুদা, জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি কবি মুহাম্মদ সামাদ।

কবিকে নিবেদিত কবিতাপাঠে অংশ নেন রবিউল হুসাইন, আনোয়ারা সৈয়দ হক, কাজী রোজী, লিলি হক, শিহাব সরকার, ফারুক মাহমুদ, হাসান হাফিজ, রেজাউদ্দিন স্টালিন, নাহার ফরিদ খান, পিয়াস মজিদ, হানিফ খান। কবির কবিতা আবৃত্তি করেন রফিকুল ইসলাম, লায়লা তারান্নুম চৌধুরী কাকলী, ফয়জুল আলম পাপ্পু এবং শাহাদাৎ হোসেন নিপু।

শামসুর রাহমানের কবিতা থেকে সংগীত পরিবেশন করেন রফিকুল আলম এবং আবিদা রহমান সেতু। কবির কবিতা অবলম্বনে নৃত্য পরিবেশন করেন সাহিদা রহমান সুরভি।

অনুষ্ঠানে শামসুর রাহমানের পুত্র ফাইয়াজ রাহমান, পুত্রবধূ টিয়া রাহমান, পৌত্রী নয়না রাহমান, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান, কথাসাহিত্যিক মোহিত কামাল, লেখক-সাংবাদিক নাসিমুন আরা হক, গবেষক ড. ইসরাইল খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, শামসুর রাহমানের কবিতা ধারণ করেছে আমাদের সমাজসত্তার সামগ্রিক বিবর্তন। তিনি আমাদের চেতনার কাব্যিক রূপকার। ভাষা আন্দোলন পূর্ববাংলার কবিতাকে যেভাবে বদলে দিয়েছে শামসুর রাহমানের কবিতাকেও সে প্রেক্ষাপটে বিচার করতে হবে। নিভৃত কাব্যলোক থেকে তিনি সমকালের রক্তক্ষতে আলোড়িত হয়েছেন, জাতীয় জীবনের মূল কেন্দ্রস্বরকে তাঁর জীবনচেতনায় ভাস্বর করে তুলেছেন। নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতা থেকে শামসুর

রাহমান যেভাবে জনতার স্বাধীনতাকামী ময়দানে কবিতাকে নিয়ে এসেছেন– তা বাংলা কবিতার জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতা। তারা বলেন, বাংলাদেশের সমাজমানসের বিবর্তনের সঙ্গে শামসুর রাহমানের কবিতাকে মিলিয়ে পাঠ করলে আমরা দেখব তিনি এ অঞ্চলের সমস্ত সংগ্রামী, সদর্থক ও শুভবাদী আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যোগাযোগ অনুভব করেছেন। শিল্পমান অক্ষুণ্ন রেখেও কবিতাকে যে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসা যায়– সে সত্য তাঁর কাব্যিক করতলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তিনিই সেই কবি– উদ্ভট উটের পিঠে স্বদেশকে চলতে দেখেও যিনি বলতে পারেন 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে।'

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, শামসুর রাহমান স্বৈরাচার-মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা এবং সব অশুভের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে, অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যে কবিতা রচনা করে গেছেন। যতদিন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য থাকবে ততদিন শামসুর রাহমানের কবিতা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে পঠিত হবে।

৭.৪ *লেখক শেখ হাসিনা* শীর্ষক আলোচনা সভা ও গ্রন্থ-প্রদর্শনী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৩তম জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ২৪শে আশ্বিন ১৪২৬/৯ই অক্টোবর ২০১৯ বুধবার বিকেল ৪:৩০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে 'লেখক শেখ হাসিনা' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান, শেখ হাসিনাকে নিবেদিত স্বরচিত কবিতাপাঠ, আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে।

৯ই অক্টোবর বিকেলে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে শেখ হাসিনা রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। প্রদর্শনী চলে ৯ই-১৫ই অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত (প্রতিদিন সকাল ৯:০০টা-বিকেলে ৫:০০)।

আলোচনা অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। *লেখক শেখ হাসিনা* শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক কবি কামাল চৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল *এনডিসি*। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত ভাষণে মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী বলেন, ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল শেখ হাসিনার প্রথম বই *ওরা টোকাই কেন*। ২০১৮- তে তাঁর প্রথম বই প্রকাশের ত্রিশ বছর পূর্ণ হল। আজকের এই আলোচনা সে অর্থে শেখ হাসিনার লেখকজীবনের তিন দশক পূর্তিরও আনন্দ-উদ্‌যাপন। কোমল-স্নিগ্ধ-পেলব ভাষাভঙ্গিতে তিনি বয়ন করে চলেন তাঁর রচনার এক একটি অক্ষর; পরম মমতায়, সংগ্রামে ও সংকল্পে যেমন রচনা করে চলেছেন বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের সামষ্টিক অগ্রগতির সোনালি স্বপ্ন-অক্ষর।

লেখক শেখ হাসিনা শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করে কবি কামাল চৌধুরী বলেন, শেখ হাসিনার মনে সবসময় লেখকসত্তা প্রকাশের আর্তি জাগিয়ে রেখেছিল তাঁর দেশ। তিনি বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু তারও আগে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে তাঁকে আমরা জানি তাঁর স্মৃতিকথায়। সাহিত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ ও অগ্রসর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা এ দুয়ের মিলিত প্রকাশ শেখ হাসিনার লেখকসত্তা, সেই সঙ্গে তাঁর সৃজন ও মননচর্চার অভিজ্ঞান। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার লেখালেখিকে মোটা দাগে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। একটি আত্মজৈবনিক স্মৃতিকথা, যেখানে উঠে এসেছে তাঁর গ্রাম-জীবন, শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি, পারিবারিক জীবন, পিতার অম্লান স্মৃতিচারণ। অন্য অংশে তাঁর রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক চিন্তা ও উন্নয়নদর্শন প্রতিফলিত। তাঁর মানবিক অঙ্গীকার, উপলব্ধির সততা আর প্রকাশভঙ্গির সারল্য একজন সফল রাজনৈতিক নেতা ও রাষ্ট্রনায়কের পাশাপাশি তাঁকে পরিণত করেছে একজন দায়বদ্ধ লেখকে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কে এম খালিদ এমপি বলেন, রাজীনিতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা যতটা আলোচিত হয়েছেন লেখক শেখ হাসিনাও ঠিক ততটা আলোচনা পাওয়ার দাবিদার। বাংলার মানুষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে নিরলস সংগ্রামের পাশাপাশি এদেশের সাংস্কৃতিক জাগরণেও শেখ হাসিনা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে চলেছেন। শিক্ষাজীবনে তিনি বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী আর তাঁর নিজ রাজনৈতিক জীবনেও রয়েছে সাহিত্যের নিবিড় প্রভাব। আমাদের লেখক-সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতিজনের যে কোনো প্রয়োজনে, দুর্যোগে তিনি পাশে দাঁড়ান। এভাবেই লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল আর রাজনীতির কবি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা স্বপ্নকে সফল করতে রাষ্ট্রনায়ক এবং লেখক শেখ হাসিনা হেঁটে চলেছেন অবিরাম বঙ্গবন্ধুর শতবর্ষের দিকে, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর দিকে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল *এনডিসি* বলেন, শেখ হাসিনা তাঁর রচনায় কঠিন কথাও সহজ করে বলেন। মাটি ও মানুষের প্রতি অকৃতিম ভালোবাসার প্রকাশ মুদ্রিত রয়েছে তাঁর অক্ষরে অক্ষরে। জাতির পিতার মতোই শেখ হাসিনাও লেখালেখিতে তাঁর অসামান্য দক্ষতার ছাপ রেখে চলেছেন।

সভাপতির ভাষণে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, ত্রিশ বছর আগে শেখ হাসিনার প্রথম গ্রন্থ *ওরা টোকই কেন*-এর ভূমিকা লিখেছিলাম আমি। তখন ভাবিনি রাজনীতির প্রবল দাবি মিটিয়ে তিনি লেখালেখি অব্যাহত রাখতে পারবেন। কিন্তু আমাদের বিস্মিত করে দিয়ে রাজনীতির পাশাপাশি লেখালেখিতেও শেখ হাসিনা সমান সক্রিয়তার পরিচয় দিয়ে চলেছেন। তাঁর রচনায় দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষাবিস্তার এবং গণতন্ত্রের প্রসার– জনমানুষের সাথে সম্পৃক্ত এই তিনটি বিষয় মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে ধরা দেয়।

অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি রুবী রহমান, কবি মুহাম্মদ সামাদ এবং কবি মহাদেব সাহার কবিতা আবৃত্তি করেন মো. শওকত আলী। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা আবৃত্তি করেন আবৃত্তিশিল্পী আহ্কামউল্লাহ এবং শেখ হাসিনাকে নিয়ে লেখা সৈয়দ শামসুল হকের কবিতা আবৃত্তি করেন ডালিয়া আহমেদ। রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা এবং নজরুলগীতি পরিবেশন করেন শিল্পী খায়রুল আনাম শাকিল।

৭.৫ কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন স্মরণসভা

বাংলা একাডেমির ফেলো, কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইনের প্রয়াণে বাংলা একাডেমি ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৪২৬/৪ঠা ডিসেম্বর ২০১৯ বুধবার বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির রবীন্দ্রচত্বরে স্মরণসভার আয়োজন করে।

সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। স্মৃতিচারণ ও আলোচনায় অংশ নেন কবি মুহম্মদ নুরুল হুদা, কবি মুহাম্মদ সামাদ, কবি ফারুক মাহমুদ, কবি গোলাম কিবরিয়া পিনু, কবি আসলাম সানী, কবি আমিনুর রহমান, রবিউল হুসাইন-এর অনুজ তাইমুর হুসাইন, নিকটাত্মীয় খন্দকার রাশিদুল হক নবা প্রমুখ। প্রয়াত কবির স্মরণে নিবেদিত কবিতা পাঠ করেন কবি রবীন্দ্র গোপ, কবি তারিক সুজাত, কবি খোরশেদ বাহার। স্মরণসভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত কবির পুত্র জিসান হুসাইন রবিন, কবি সানাউল হক খান, ড. ইসরাইল খান, কবি নাহার ফরিদ খান, কবি লিলি হক প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

সভার শুরুতে রবিউল হুসাইনের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

হাবীবুল্লাহ সিরাজী বলেন, কবি-স্থপতি রবিউল হুসাইনের প্রয়াণের পর সঙ্গতভাবেই বাংলা একাডেমি থেকে তাঁর রচনাবলি প্রকাশের দাবি উঠেছে। এ দাবির সঙ্গে আমরাও একমত তবে একই সঙ্গে মনে করি যে কোনো কবি বা লেখকের নিবিষ্ট পাঠই তাঁকে তাঁর প্রয়াণের পরও উত্তরপ্রজন্মের কাছে বাঁচিয়ে রাখে। আমরা বহুমাত্রিক রবিউল হুসাইনের রচনার নিরন্তর পাঠ প্রত্যাশা করি এবং এই সদাহাস্যময়, সজ্জন, সুপ্রিয় স্বজনের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

স্মৃতিচারণ ও আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন, রবিউল হুসাইনের কবিতায় জীবনের নিরর্থতা অননুকরণীয় ব্যঞ্জণায় ফুটে উঠেছে, যদিও শেষ বিচারে তিনি জীবনবাদী দর্শনেরই অনুগামী। কবিতায় আবেগ বর্জনের নিরীক্ষাধর্মী সাধনা করলেও তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো আবেগেরই নির্যাস-জাত। কবিতার সমান্তরালে তিনি লিখেছেন উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ-গবেষণা, শিশুসাহিত্য। সম্পাদনা করেছেন *কবিতায় ঢাকা* এবং অনুবাদ করেছেন পাবলো নেরুদা ও এ্যালেন গিন্সবার্গের কবিতা। গত শতকের ষাটের দশকে *না* ছোটোকাগজের মধ্য দিয়ে এদেশের ছোটোকাগজ আন্দোলনেও তিনি তাঁর অঙ্গীকারের প্রমাণ রেখে গেছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভাস্বর তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যভুবন। তাঁরা বলেন, বাংলাদেশের আধুনিক বাস্তুকলা বিকাশে রবিউল হুসাইন এক বিশিষ্ট নাম। ঢাকাসহ দেশের নানা প্রান্তের বেশ কিছু স্থাপত্যকর্ম তাঁর উদ্ভাবনময়, নান্দনিক চিন্তার সাক্ষ্য বহন করছে। বাংলা একাডেমির ঐতিহাসিক বর্ধমান হাউস-সহ বিভিন্ন স্থাপনা সংস্কার এবং সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে সম্প্রসারিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা বিন্যাসে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর, বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট, জাতীয় কবিতা পরিষদসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে এদেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক অভিযাত্রায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, রবিউল হুসাইন ব্যক্তিজীবনে যেমন মৃদু স্বভাবের ছিলেন, তেমনি তাঁর কবিতাও মৃদুস্বরের। তাঁর কবিতা ভালোভাবে পঠিত ও আলোচিত হলে তাঁর ভিন্নধর্মী কাব্যবৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

স্মরণসভায় রবিউল হুসাইনের লেখা *মা* কবিতা পাঠ করেন সায়েরা হাবীব। সঞ্চালনা করেন বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা পিয়াস মজিদ।

৮. একক বক্তৃতানুষ্ঠান

৮.১ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ১৩৪তম জন্মবার্ষিকী

বাংলা একাডেমি ৩০শে আষাঢ় ১৪২৬/১৪ই জুলাই ২০১৯ রবিবার বিকেল ৪:০০টায় বহুভাষাবিদ, গবেষক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মরণে একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। *ভাষাতাত্ত্বিক শহীদুল্লাহ্* শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক হাকিম আরিফ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত বক্তব্যে হাবীবুল্লাহ সিরাজী বলেন, বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠায় যেমন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতো মনীষীদের মহৎ স্বপ্ন কাজ করেছে তেমনি একাডেমিও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে স্মরণে রেখেছে নানা মাত্রিকতায়। তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলা একাডেমির মূল ভবন। এছাড়া একাডেমি প্রকাশ করেছে *ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারকগ্রন্থ* এবং শহীদুল্লাহ্ রচনাবলি; যা পাঠক সমাজের বিপুলভাবে আদৃত হয়েছে।

একক বক্তা অধ্যাপক হাকিম আরিফ বলেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিত যিনি মূলত জ্ঞান অন্বেষণের জন্য তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর এই পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শুধু বাংলাদেশ নয় বরং সমগ্র উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। শহীদুল্লাহ্‌র এই পাণ্ডিত্য ও খ্যাতির পিছনে যে মূলসূত্রটি অনুঘটকরূপে কাজ করেছে সেটি হচ্ছে তাঁর ভাষাপ্রেম এবং ভাষাবিশ্লেষণের অপরিসীম দক্ষতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা। অর্থাৎ ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে শহীদুল্লাহ্‌র কীর্তিময়তাই তাঁকে এ অঞ্চলে খ্যাতির শিখরে পৌছাঁতে সহায়তা করেছে। তিনি বলেন, যে পদ্ধতি অবলম্বন করেই তিনি ভাষা বিশ্লেষণ করেন না কেন, তাতেই তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও তাৎপর্যময় বিশ্লেষণের স্বাক্ষর রেখেছেন।

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর সারাজীবনের সাধনায় আমাদের মাঝে সঞ্চার করেছেন মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অপরিসীম মমতা। তিনি যেমন ভাষাতাত্ত্বিক কারণে আমাদের কাছে স্মরণীয় তেমনি বাংলা ভাষার পক্ষে লড়াইয়ের জন্যও স্মরণযোগ্য। বৈরী বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে তিনি অসমসাহসে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়েছেন এবং আরবি ও রোমান হরফে বাংলা প্রচলনের তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

৮.২ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৮তম মৃত্যুবার্ষিকী

বাংলা একাডেমি ২২শে শ্রাবণ ১৪২৬/৬ই আগস্ট ২০১৯ মঙ্গলবার বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে বিশ্বকবি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। *রবীন্দ্রজীবনে ১৯১৯ : তাৎপর্যপূর্ণ একটি বছর উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ও সাহসী অবস্থান* শীর্ষক একক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. মালেকা বেগম, পশ্চিমবঙ্গের গবেষক শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, কবি লিলি হক প্রমুখ।

স্বাগত ভাষণে হাবীবুল্লাহ সিরাজী বলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে বলতে হয় জীবনের মতো মৃত্যুকেও তিনি আবিষ্কার করেছেন অমৃত করে। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন মহৎ মানবাত্মার কোনো বিলয় নেই। তিনি বলেন, আমরা আনন্দিত যে রবীন্দ্রনাথের ৭৮তম মৃত্যুবার্ষিকীর প্রাক্কালে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত হলো আহমদ রফিক প্রণীত ***রবীন্দ্র-জীবন ৪র্থ খণ্ড***।

একক বক্তা অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক বলেন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের শতবর্ষপূর্তি হলো এবছর। ১৯১৯ সালে ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে চরম নৃশংস এই ঘটনা ঘটেছিল। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের নাম। তিনি এই নৃশংসতার প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করেন। এ ঘটনাটি যেমন তাঁর দুরন্ত সাহসের উদাহরণ, তেমনি মানবজাতির প্রতি অসামান্য দায়বোধেরও পরম দৃষ্টান্ত। আরো একটি অনন্য ঘটনার জন্য ওই বছরটি রবীন্দ্রজীবনে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হলো : শান্তিনিকেতনের ব্রাহ্মচর্য বিদ্যালয়কে বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত করার যাত্রা শুরু আজ থেকে একশ বছর আগে, ১৯১৯ সালে। তিনি বলেন, বিশ্বভারতীর মধ্য দিয়ে যে বিশ্বাত্মবোধ রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, সেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানচর্চার মিলনই ছিল তাঁর একান্তভাবে কাম্য। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী শান্তি ও মানবিক মহত্ত্ব সৃষ্টিতে আকুল রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নিজের শানিত অবস্থান ব্যক্ত করে মূলত তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার শুভ পারম্পর্যকেই বজায় রেখেছেন।

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে একাকী এবং সুদৃঢ় অবস্থান অন্যায়ের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী অঙ্গীকারেরই প্রমাণবহ। মনুষ্যত্বের অপমান নিজ দেশে কিংবা পৃথিবীর যেখানে সংঘটিত হয়েছে সেখানেই তিনি স্বাদেশিকতা-স্বাজাতিকতার ঊর্ধ্বে উঠে মানবিক আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রেরণায় তার প্রতিবাদ করেছেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-কবিতা আবৃত্তি করেন বাচিক শিল্পী ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন মহিউজ্জামান চৌধুরী এবং অণিমা রায়।

৮.৩ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৩তম মৃত্যুবার্ষিকী

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১২ই ভাদ্র ১৪২৬/২৭শে আগস্ট ২০১৯ মঙ্গলবার সকাল ৭:০০টায় একাডেমির পক্ষ থেকে জাতীয় কবির সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে একক বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। *নজরুলের বিদ্রোহ : রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্মে* শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক মোহীত উল আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত ভাষণে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সাহিত্যের সব শাখায় তাঁর ছিল সচ্ছন্দ বিচরণ। তাঁর জীবন ও কর্মে বিদ্রোহ ছিল, তিনি কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেননি। তাঁর দর্শনকে আমাদের জীবনে আদর্শ করে তুলতে পারলে আমাদের অনেক জাতীয় সংকট কেটে যাবে।

একক বক্তা অধ্যাপক মোহীত উল আলম বলেন, নজরুল গানের মধ্য দিয়ে সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করে সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধু তাকে রাজনৈতিক রূপ দিলেন। এখানে ব্যক্তি মানুষের উদ্বোধন কবি নজরুল করে গেছেন; বঙ্গবন্ধু একটি স্বাধীন জাতি রাষ্ট্রের জন্ম দিলেন। এভাবে আমরা আমাদের জাতির পিতা ও জাতীয় কবিকে মেলাতে পারি। তিনি বলেন, আমরা প্রকৃত নজরুলকে চর্চা করতে পারিনি। আমরা যে নজরুলকে চর্চা করি, তা আমাদের তৈরি। প্রকৃত নজরুল মনে-প্রাণে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন, কুসংস্কার তাঁর ভিতর ছিল না, শ্রেণিবৈষম্য ঘুচিয়ে ফেলার কথা তিনি বলেছেন। তাঁর মতো উদার চিন্তার মানুষ আমরা হতে পারিনি।

সভাপতির ভাষণে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী পরিচয় পেয়েছেন কেবল 'বিদ্রোহী' কবিতা লেখার জন্য নয়, তিনি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ধর্মীয় গোঁড়ামির বিপক্ষে, সকল ধরনের বৈষম্য অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। নজরুলের বিদ্রোহ ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

৮.৪ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ১৪৮তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান গবেষক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ১৪৮তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ২৫শে আশ্বিন ১৪২৬/১০ই

অক্টোবর ২০১৯ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। *সাহিত্যবিশারদের লোকসাহিত্য-চর্চা* শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করে হাবীবুল্লাহ সিরাজী বলেন, রক্ষণশীল সামাজিক পরিবেশের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ তাঁর একজীবনের শ্রম ও সাধনায় বিপুলসংখ্যক পুথি সংগ্রহ করেছেন, পাঠোদ্ধার সম্পন্ন করেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত পুথিসমূহকে সঙ্গত কারণেই 'মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যে প্রবেশপথের প্রদীপ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ বলেন, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কেবল পুথি সংগ্রাহক ছিলেন না, লোকসাহিত্যচর্চায়ও তাঁর অবদান স্মরণযোগ্য। যদিও পুথি সংগ্রহ ও ইতিহাসচর্চার আড়ালে তাঁর এই দিকটি অনালোচিত থেকে গেছে। অথচ বাঙালি মুসলমানের মধ্যে লোকসাহিত্যচর্চায় সাহিত্যবিশারদ পথিকৃৎপ্রতিম। তিনি বলেন, লোকভাষার শব্দগত বুৎপত্তি নির্ণয়, ছড়া-ধাঁধা-ব্রত-হেঁয়ালি ইত্যাদি সংগ্রহ, ব্যতিক্রমী বাউল গান উদ্‌ঘাটন এবং এ সমস্ত লোক-উপাদানের ব্যাখ্যা প্রদানে তাঁর ভূমিকা আধুনিক ফোকলোরবিদের মতই। সামাজিক বিবর্তনের ফলে লোকসাহিত্যের আবেদন-হ্রস্বতা বা লুপ্ততার বিষয়টি তাঁকে পীড়া দিত। তিনি এর পেছনে ঔপনিবেশিক শাসনকে দায়ী করেছেন। প্রাচীন সাহিত্যের সংস্কার সাধনের বিপরীতে এর আদিরূপ অক্ষুণ্ন রাখার পক্ষে তাঁর মত ছিল স্পষ্ট এবং দৃঢ়।

সভাপতির জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা আশা করি পুথি সংগ্রাহক এবং লোকসাহিত্যসহ বহু বিষয়ের গবেষক হিসেবে তাঁর অবদান যথাযোগ্য স্বীকৃতি লাভ করবে।

৮.৫ ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন

ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ১১ই অগ্রহায়ণ ১৪২৬/২৬শে নভেম্বর ২০১৯ মঙ্গলবার বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। *মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ভাষাপরিকল্পনা* শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক স্বরোচিষ সরকার। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। অনুষ্ঠানের শুরুতে সদ্যপ্রয়াত কবি স্থপতি ও বাংলা একাডেমির

ফেলো রবিউল হুসাইন এবং সংগীত-সাধক লেখক ও বাংলা একাডেমির ফেলো মোবারক হোসেন খানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

স্বাগত ভাষণে হাবীবুল্লাহ সিরাজী বলেন, মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালি সংস্কৃতির নিষ্ঠ সাধকপুরুষ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাধারায় তাঁর অবদান কখনও বিস্মৃত হবার নয়। মুহম্মদ আবদুল হাই বেঁচেছিলেন পঞ্চাশ বছর। মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি যে কাজ করেছেন, তা বাংলা ও বাঙালির জন্য হয়ে উঠেছে বিশেষ অবলম্বন। ঊষর সমকালে বিরূপ রাজনৈতিক অবস্থায় দাঁড়িয়ে মুহম্মদ আবদুল হাই বাঙালিচেতনার অন্যতম বাতিঘরের মতো কাজ করেছিলেন।

একক বক্তা অধ্যাপক স্বরোচিষ সরকার বলেন, মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৫৪ সাল থেকে দীর্ঘ পনেরো বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই কালপর্বের অব্যবহিত পূর্বে সংঘটিত হয় ভাষা আন্দোলন এবং অব্যবহিত পরে শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম। তাঁর বিভাগের ছাত্ররা উভয় আন্দোলন ও সংগ্রামের পুরোভাগে ছিলেন। এছাড়া বাংলা বিভাগে তাঁর অধ্যক্ষতার কাল ছিল মূলত বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা বিকাশের কাল। তিনি বলেন, ১৯৬৩ সালে মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অঙ্গীকারে অংশ হিসেবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে সপ্তাহব্যাপী *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ* আয়োজন করেছিলেন। এই অনুষ্ঠান আয়োজনের পেছনে তিনি তাঁর দুটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন, এক. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি দেশের মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি করা, দুই. সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার ব্যাপারে সবাইকে উৎসাহিত করা। একক বক্তা বলেন, যোগাযোগের ভাষা হিসেবে একুশ শতকের সূচনায় বাংলাদেশ চলিত-রীতি ভিত্তিক যে প্রমিত গদ্যভাষা পেয়েছে, সেই প্রাঞ্জল ভাষাকে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের উত্তরাধিকার বলা চলে অনায়াসেই।

সভাপতির ভাষণে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, মুহম্মদ আবদুল হাই বেঁচেছিলেন পঞ্চাশ বছর। মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সেই বাংলা ভাষা-সাহিত্যে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ। জন্মশতবর্ষে তাঁর প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

৮.৬ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৪২৬/১৪ই ডিসেম্বর ২০১৯ শনিবার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। সকাল ৭:০০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়স্থ বুদ্ধিজীবী সমাধিস্থল, মিরপুরস্থ শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ এবং রায়েরবাজার শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের

মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়।

বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে একক বক্তৃতানুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে একাত্তরের শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সৈয়দ হাসান ইমামের কণ্ঠে কবি আবু হেনা মোস্তফা কামাল ও আবুল হাসানের মুক্তিযুদ্ধের কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। ***বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালে গণহত্যার কারণ এবং গণহত্যাকারীদের বিচার*** শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট লেখক শাহরিয়ার কবির। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত বক্তব্যে হাবীবুল্লাহ সিরাজী বলেন, বাংলা একাডেমির সঙ্গে একাত্তরের শহিদ বুদ্ধিজীবীদের ছিল নিবিড় সম্পর্ক। তাঁদের প্রায় সকলেই কোনো না কোনোভাবেই একাডেমির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বাংলা একাডেমি শহিদ বুদ্ধজীবীদের স্মৃতিকে অমর করে রাখতে প্রকাশ করেছে *শহিদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ*, *শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মারকগ্রন্থ*, নবপর্যায়ে পুর্নবিন্যস্ত চারটি খণ্ডে *স্মৃতি : ১৯৭১* এবং শহিদ বুদ্ধিজীবীদের রচনাসমগ্র। আমাদের স্মৃতিতে শহিদ বুদ্ধিজীবীরা চিরজাগ্রত থাকবেন তাঁদের অগ্রবর্তী চিন্তা এবং সাহসী কর্মে।

একক বক্তা শাহরিয়ার কবির বলেন, একাত্তরে বুদ্ধিজীবীসহ নানা শ্রেণিপেশার মানুষকে যে নৃশংসতায় হত্যা করা হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা মেলা কঠিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও ভয়াবহ গণহত্যা হয়েছে, তবে তা ছিল ছয় বছরব্যাপী একাধিক মহাদেশে চলমান যুদ্ধে পরিচালিত গণহত্যা আর বাংলাদেশে নয় মাসে মাত্র ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল এলাকাজুড়ে যে গণহত্যা চালানো হয়েছে তা নজিরবিহীন। অতিসম্প্রতি আমরা জাতীয় গণহত্যা দিবস পালন শুরু করলেও একাত্তরের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে এখনও সক্ষম হইনি। তিনি বলেন, একাত্তরে বিশ্বের বিভিন্ন পরাশক্তি পাকিস্তানের পক্ষালম্বন করলেও সেসব দেশের গণমাধ্যম পাকিস্তানি গণহত্যার সংবাদ ও ছবি প্রকাশ করে এই গণহত্যার ঐতিহাসিক প্রামাণ্যতা নিশ্চিত করেছে। তবে এখন পর্যন্ত পাকিস্তান এবং এর সুবিধাভোগী চক্র নানাভাবে গণহত্যার ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এজন্য যেমন একাত্তরের পাক বর্বর গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে আমাদের তৎপর হতে হবে তেমনি গণহত্যা অস্বীকারকে 'অপরাধ আইন'-এর আওতায় আনতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, ১৪ ডিসেম্বর শহিদ

বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হলেও একাত্তরে বুদ্ধিজীবী হত্যা শুরু হয় সে বছর মার্চে, ডিসেম্বরে তা তীব্র আকার ধারণ করে; নির্মম নৃশংসতায় দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করা হয়। দেশের জন্য একাত্তরের শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগ কখনই বিস্মৃত হবার নয়।

৮.৭ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ১লা পৌষ ১৪২৬/১৬ই ডিসেম্বর ২০১৯ সোমবার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে।

সকাল ৮:০০টায় একাডেমির পক্ষ থেকে সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির নজরুল মঞ্চে একক বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাচিকশিল্পী রূপা চক্রবর্তীর কণ্ঠে কবি হাসান হাফিজুর রহমানের *তোমার আপন পতাকা* শীর্ষক কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। ***বিজয় : ইতিহাস ও মর্মার্থ*** শীর্ষক একক বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত ভাষণে হাবীবুল্লাহ সিরাজী বলেন, মুক্তিযুদ্ধ কোনো আকস্মিকতার ফল নয় বরং ইতিহাসের এক অনিবার্য ধারাবাহিকতার নাম। হাজার বছরের বিদ্রোহী ও সংগ্রামী পরম্পরায় আমরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বিজয় অর্জন করেছি। একাত্তরে বিজয়ী বাংলাদেশ আজ নানাক্ষেত্রেই বিস্ময়কর অগ্রগতির অধিকারী। তবু আমাদের যে সব অপূর্ণতা রয়েছে তার অবসানকল্পে সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের সত্যের মধ্য দিয়ে আত্মশক্তিতে জাগ্রত হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

একক বক্তা সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, বাঙালির স্বাধীনতার ইতিহাস একাত্তরের বহু পূর্বেই সূচিত হয়েছে। কারণ এই জাতি কখনও স্থায়ীভাবে কিংবা দীর্ঘদিন বিদেশি বশ্যতা স্বীকার করেনি। বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই নানান আঙ্গিকে স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করেছেন। ৬-দফা এই স্বাধীনতা-ভাবনারই এক বলিষ্ঠ প্রকাশ; মূলত যা ছিল এক দফা অর্থাৎ স্বাধীনতা-কামনার নামান্তর। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছি কিন্তু মুক্তির যুদ্ধ এখনও চলমান। তিনি বলেন, একাত্তর সালে সেক্টর ছিল ১১টি কিন্তু এখন সেক্টর এদেশের প্রতিটি ইঞ্চি। মুক্তিযুদ্ধের যোদ্ধা ছিল নির্দিষ্ট কিন্তু এখন সারাদেশের মানুষই মুক্তির যুদ্ধে নিবেদিত যোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে

বিজয় অর্জনের চ্যালেঞ্জ ছিল কঠিন, এখন মুক্তির যুদ্ধে বিজয় অর্জনে চ্যালেঞ্জ কঠিনতর। আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই কঠিনতর চ্যালেঞ্জে বিজয়ী হয়ে লাখো শহিদের স্বপ্নকে সার্থক করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, আমরা রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ করলেও সর্বক্ষেত্রে এখনও বিজয়ী হতে পারিনি। উন্নয়নের পাশাপাশি যেমন বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি জাতীয় জীবনের মৌলিক বিষয়গুলোতে আমরা পুরোপুরি ঐক্যমত্যে পৌঁছুতে পারিনি। এবারের বিজয় দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হোক, সকলে মিলে এ দেশকে সার্বিক বিজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী তিমির নন্দী, সন্দীপন দাস, চম্পা বণিক এবং ফারহানা শিরিন।

৮.৮ বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪২তম বার্ষিক সভা ২০১৯

বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪২তম বার্ষিক সভা ১৩ই পৌষ ১৪২৬/২৮শে ডিসেম্বর ২০১৯ শনিবার বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়।

শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা'র পরিচালনায় সংগীত সংগঠন 'সুরের ধারা'-এর শিল্পীদের সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সঙ্গে জাতীয় পতাকা ও বাংলা একাডেমির পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর ছিল পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রয়াত গুণী ব্যক্তিদের স্মরণে শোকপ্রস্তাব পাঠ ও তাঁদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সভায় বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন এবং একাডেমির সচিব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট অবহিত করেন। একাডেমির সদস্যবৃন্দ বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাজেট সম্পর্কে সাধারণ আলোচনায় অংশ নেন। মহাপরিচালক সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং উত্থাপিত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বক্তব্য প্রদান করেন। সভায় ৮ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সারাদেশ থেকে আগত একাডেমির ফেলো, জীবনসদস্য ও সদস্যদের সম্মতিক্রমে অনুমোদন ঘোষণা করেন বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৯-এর সভাপতি এবং বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

সভায় দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে *বাংলা একাডেমি সম্মানসূচক ফেলোশিপ* ২০১৯ এবং বাংলা একাডেমি পরিচালিত পাঁচটি পুরস্কার প্রদান করা হয়। বাংলা একাডেমি সম্মানসূচক

ফেলোশিপ ২০১৯' প্রাপ্তরা হলেন: ১. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন; (শিক্ষা ও গবেষণা); ২. শেখ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ (প্রকৌশল); ৩. জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক (চিকিৎসাসেবা); ৪. কুমুদিনী হাজং (সমাজসেবা); ৫. কাঙ্গালিনী সুফিয়া (সংগীত); ৬. আলী যাকের (সংস্কৃতি) এবং আসাদুজ্জামান নূর (সংস্কৃতি)।

প্রাবন্ধিক গবেষক ফরহাদ খান *সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার ২০১৯;* কবি মহাদেব সাহা *মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার ২০১৯;* কথাসাহিত্যিক পাপড়ি রহমান *সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার ২০১৯;* অধ্যাপক শিশিরকুমার ভট্টাচার্য *মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার ২০১৯ এবং* মোকারম হোসেন *নিসর্গ আখ্যান* গ্রন্থের জন্য *হালীমা-শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কার ২০১৯* এ ভূষিত হয়েছেন। *সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার*-এর অর্থমূল্য এক লক্ষ টাকা, *মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার*-এর অর্থমূল্য এক লক্ষ টাকা, মেহের *কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার*-এর অর্থমূল্য এক লক্ষ টাকা, *সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার*-এর অর্থমূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং *হালীমা-শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কার-এর* অর্থমূল্য ত্রিশ হাজার টাকা।

ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক, কুমুদিনী হাজং, কাঙ্গালিনী সুফিয়া এবং আলী যাকেরের অনুপস্থিতিতে তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ ফেলোশিপ গ্রহণ করেন। কবি মহাদেব সাহার অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতিনিধি পুরস্কার গ্রহণ করেন। পুরস্কার ও ফেলোশিপপ্রাপ্ত গুণীজণ এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের হাতে পুরস্কারের অর্থমূল্য, সম্মাননাপত্র, সম্মাননা-স্মারক ও ফুলেল শুভেচ্ছা তুলে দেন বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এবং মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী।

বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করে হাবীবুল্লাহ সিরাজী বলেন, বাংলা একাডেমি সাম্প্রতিক সময়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং গবেষণা-খাতে নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে চলেছে। এখন একাডেমি থেকে ৭টি বিষয়ভিত্তিক সাময়িকপত্র নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে যা এই প্রতিষ্ঠানের কর্মচাঞ্চল্য এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে।

জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার পর থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণায় কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে মানুষের প্রত্যাশা বিপুল। আজকের সাধারণ সভায়ও একাডেমির সদস্যবৃন্দ নানা মতামত ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। আমরা আশা করি, আগামী

দিনগুলোতে বাংলা একাডেমি সকলের সহযোগিতায় তার কার্যক্রম আরো সুচারুরূপে পালন করতে সক্ষম হবে।

সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসে নবনির্মিত *বাংলা একাডেমি লোকঐতিহ্য জাদুঘর* সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

সাধারণ সভার কার্যক্রম সঞ্চালনা করেন বাংলা একাডেমির পরিচালক ডা. কে এম মুজাহিদুল ইসলাম এবং উপপরিচালক নূরুন্নাহার খানম-সহ একাডেমির অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

৮.৯ কবি জসীমউদ্‌দীনের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী

বাংলা একাডেমি ২৫শে পৌষ ১৪২৬/০৯ই জানুয়ারি ২০২০ বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে কবি জসীমউদ্‌দীনের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। বক্তৃতা প্রদান করেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ-এর উপাচার্য অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত ভাষণে হাবীবুল্লাহ সিরাজী বলেন, জসীমউদ্‌দীনকে 'পল্লীকবি' শিরোনামে যে খণ্ডিত সম্বোধন ও মূল্যায়ন এ দেশে প্রচলিত, আমাদের সে বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কালজয়ী কবিতায় তিনি নগর-পল্লী, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ-মহানের কথা বলেছেন। তাঁর প্রকাশভঙ্গি সরল কিন্তু তা আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্যরহিত নয় বরং আজ কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জসীমউদ্‌দীন অনায়াসে বলতে পারেন বাংলা কবিতার আয়তন তিনি সম্প্রসারিত করেছেন।

একক বক্তা অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবনসংগ্রাম আর মহান মুক্তিযুদ্ধ কবি জসীমউদ্‌দীনকে মর্মে মর্মে রূপান্তরিত করে দেয়। ফলে পল্লির যে সহজ জীবনধারা নিয়ে ইতঃপূর্বে কাব্য রচনা করেছেন, *ভয়াসহ সেই দিনগুলিতে* কাব্যে কবি সম্পূর্ণ নতুন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ মানুষকে যে কীভাবে পরিবর্তিত করে দেয়, মানুষের চেতনায় কীভাবে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, জসীমউদ্‌দীনের 'মুক্তি-যোদ্ধা' কবিতা তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি বলেন, বাঙালি জাতির দুর্দিনে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণ করে জসীমউদ্‌দীন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যেভাবে কলম ধরেছিলেন, তা রীতিমতো দুঃসাহসের কাজ। রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধার চেয়ে জসীমউদ্‌দীনের এই ভূমিকার তাৎপর্য কোনো সূত্রেই

অকিঞ্চিৎকর নয়। জসীমউদ্‌দীনের সৃষ্টিকর্ম আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্যিক দলিল হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে নিরন্তর।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, কবি জসীমউদ্‌দীন রাজনৈতিকভাবে সচেতন মানুষ ছিলেন। সমগ্র পাকিস্তান-পর্ব জুড়ে তিনি বাংলা বর্ণমালা ও বানানের বিকৃতি সাধনে অপপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন তাঁকে নিয়ে এসেছে জনতার কাতারে। মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় উদ্ভাসিত হয়েছে অনন্য শিল্পব্যঞ্জনায়।

৮.১০ জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি ২৪শে ফাল্গুন ১৪২৬/৮ই মার্চ ২০২০ রবিবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণের বার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। ***ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ : মুক্তির আহ্বান*** শীর্ষক একক বক্তৃতা প্রদান করেন মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, এমপি। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। আবৃত্তি পরিবেশন করেন শাহাদাৎ হোসেন নিপু।

স্বাগত ভাষণে প্রদান করে হাবীবুল্লাহ সিরাজী বলেন, ৭ই মার্চের ভাষণ পৃথিবীর ইতিহাসে অনন্য-অসাধারণ ভাষণ। বঙ্গবন্ধু যে পরিস্থিতির মধ্যে এই ভাষণ দিয়েছেন সেটি বিবেচনায় পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ভাষণ দ্বিতীয়টি নেই। এই মহান ভাষণ কেবল মানবিক আবেদনের জন্য নয়, শৈল্পিক কারণেও উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু কেবল একটি স্বাধীন জাতির স্বপ্ন উল্লেখ করেই থেমে যাননি; তিনি সেই স্বাধীনতা অর্জনের সমস্ত উপায়ও বলে দিয়েছেন।

একক বক্তা মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, এমপি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ বলতে কেবল সশস্ত্র সংগ্রামই বোঝায় না, মুক্তিযুদ্ধ মূলত জনগণের যুদ্ধ। জনগণের সম্পৃক্ততা ছাড়া পৃথিবীর কোনো দেশেই মুক্তি সংগ্রাম সফলতা অর্জন করে না। ১৯৭১ সালের বাঙালির মুক্তিযুদ্ধও বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। এর পটভূমি তৈরি হয়েছিল দীর্ঘসময় ধরে বাংলার অতিসাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে। ৫২'র ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের যে বীজ গ্রথিত হয়েছিল তার পথ ধরে পাকিস্তানি শাসকদের

ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে সমগ্র জাতি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের অত্যাচার, অবিচারে নিষ্পেষিত বাঙালি বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের অপেক্ষাতেই ছিল। বিক্ষোভে-উত্তাপে উত্তাল মার্চে সেই চরম রাজনৈতিক সংকটময় মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে মুক্তিকামী বাঙালিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথনির্দেশনা দেন। তাঁর উদ্দীপনাময় ভাষণে জাতির চিন্তা, চেতনা ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন প্রতিফলিত হয়েছে। এই ঐতিহাসিক ভাষণ না হলে স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতি স্বাধীনতার জন্য মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রস্তুত হতো না। বঙ্গবন্ধুর এই মহান ভাষণ স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেরণা হয়েছিল এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এটা দেশ গড়ার প্রেরণা হয়ে থাকবে।

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। অসাধারণ এই ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু জাতিকে স্বাধীনতার পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর এ ভাষণ আমরা চিরকাল স্মরণ করবো।

৮.১১ বাংলা একাডেমির অনুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি বছরব্যাপী সেমিনার, আলোচনা সভা, স্মরণসভা, স্মারক বক্তৃতা, একক বক্তৃতা এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য দিবস উদ্‌যাপনসহ নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোর বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৯. অমর একুশে গ্রন্থমেলা

৯.১ গ্রন্থমেলার ইতিহাস

ইউনেস্কো ১৯৭২ সালকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ ঘোষণা করে। সে উপলক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের তৎকালীন পরিচালক *সরদার জয়েনউদ্দিন* বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একটি আন্তর্জাতিক বইমেলার আয়োজন করেন। এতে ভারত, জাপান, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশ অংশগ্রহণ করে। এই বইমেলাই ছিল নব্যস্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বইমেলা। বাংলাদেশে এই প্রথম বইমেলা আয়োজনের কৃতিত্ব সরদার জয়েনউদ্দিনের। এই বইমেলার স্লোগান ছিল : 'সবার জন্য বই'।

বাংলা একাডেমি আয়োজিত ১৯৭৪ সালের জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে মুক্তধারার চিত্তরঞ্জন সাহা, স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্সের রুহুল আমিন নিজামী এবং বর্ণমিছিলের তাজুল ইসলাম প্রমুখ প্রকাশক তাঁদের বই নিয়ে একাডেমি প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে পসরা সাজিয়ে বসেন। ওই বছর থেকে একুশ উপলক্ষ্যে

বাংলা একাডেমির নিজস্ব প্রকাশনা হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রি শুরু হয়। একাডেমি ওই বছরে প্রকাশ করে *লেখক পরিচিতি* নামে একটি ছোটো বই।

পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জন সাহা ধীরে ধীরে বইমেলা এবং প্রকাশনা শিল্পকে একটি পেশাগত রূপ দিতে সচেষ্ট হন। তিনি নিজে জাপানে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল হাফিজকেও জাপান থেকেই এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করে দেন। ওই সময়ে শুধু তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'মুক্তধারা' প্রকাশনা সংস্থাতেই পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা (review) ও সম্পাদনার ব্যবস্থা ছিল। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পকে পেশাগত স্তরে উন্নীত করার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রী সাহা।

১৯৮৩ সালে এসে বর্তমান বইমেলার জন্য একটি নীতিমালা ও নিয়মাবলি প্রণীত হয়। কিন্তু স্বৈরাচারী সরকার ছাত্রমিছিলে ট্রাক তুলে দেওয়ায় দু'জন ছাত্র নিহত হন এবং সে-বছর মেলা আর আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৮৪ সাল থেকে শুরু হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। এই মেলার মূল স্লোগান ছিল : 'একুশে আমাদের পরিচয়'।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে যে সাংস্কৃতিক জাগরণের সূচনা হয়, তার প্রথম সংহত অভিব্যক্তি অমর একুশে গ্রন্থমেলা। দেশের সংস্কৃতিবিকাশের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রন্থমেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই মেলাকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে গড়ে উঠছে বিভিন্ন সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা। পাশাপাশি বৃদ্ধি পাচ্ছে পাঠকসমাজ। সাহিত্য ও সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার যাঁরা নিরন্তর সাধক, তাঁদের সংখ্যাও বাড়ছে ক্রমশ। গ্রন্থমেলাকে উপলক্ষ্য করে কেবল দেশের নানাপ্রান্ত থেকে নয়, বিদেশে বসবাসরত বাঙালির মধ্য থেকেও বাংলা ভাষাপ্রেমী, বইপ্রেমী মানুষেরা এই মেলায় ছুটে আসেন। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ছাত্র, গণমাধ্যম-কর্মী, সাহিত্যপত্র-লিটল ম্যাগাজিনের উদ্যোক্তা, গবেষণা সংস্থা ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সর্বোপরি লেখক ও পাঠকের সমাবেশে বাংলা একাডেমির একুশের এই আয়োজন অনন্যসাধারণ। মূলত বাংলা একাডেমির বইমেলার মাধ্যমে বাংলাদেশে এক নতুন সাংস্কৃতিক জাগরণের সূত্রপাত ঘটেছে।

৯.২ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০ প্রতিবেদন

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে তাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর নামে উৎসর্গ করায় তাঁর জীবন ও কর্মকে কেন্দ্র করে বিশেষভাবে গ্রন্থমেলাকে সাজানো হয়। গ্রন্থমেলা খুব সুন্দর ও সফল হওয়ায় সবার প্রশংসা লাভ করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা ফেব্রুয়ারি (পহেলা ফেব্রুয়ারি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন থাকায় ২রা ফেব্রুয়ারি গ্রন্থমেলার উদ্বোধন হয়) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মাসব্যাপী গ্রন্থমেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এটি ছিল প্রধানমন্ত্রীর ১৭তম গ্রন্থমেলা উদ্বোধন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি। সভায় স্বাগত ভাষণ দেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লিখিত ও বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থটি উন্মোচন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত ১০ জন লেখকের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

এবার বাংলা একাডেমি ও সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান মিলে রেকর্ডসংখ্যক অর্থাৎ ৫৬০টি প্রতিষ্ঠানকে ৮৭৩ ইউনিট স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়। বাংলা একাডেমি-সহ ৩৪টি প্রতিষ্ঠান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ পায়। গতবার ৪৯৯টি প্রতিষ্ঠানকে ৭৭০ ইউনিট স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। এবার এক ইউনিটের ২৯৪টি, দুই ইউনিটের ১৪৫টি, তিন ইউনিটের ৫৯টি এবং চার ইউনিটের ২৮টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়। এবার শিশু কর্নারে শিশুদের জন্য ৬৬টি প্রতিষ্ঠানকে ৯৯ ইউনিট স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়। এছাড়া, এবার শিশু কর্নারকে বিশেষভাবে সাজানো হয়। শিশু কর্নারের আয়তন গতবারের তুলনায় অনেক সম্প্রসারিত করা হয়। এবার প্রতিদিন শিশুদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা ছিল। শিশু চত্বরের ঠিক মাঝে খেলার ব্যবস্থা ছিল। শিশু-কিশোরদের জন্য বাংলা একাডেমি, আবৃত্তি ও সাধারণ জ্ঞান, সংগীত ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ৮ দিন শিশু প্রহর ছিল। এসব দিনে এবং অন্যান্য দিনেও শিশুরা তাদের অভিভাকদের সঙ্গে মেলায় এসেছে, আনন্দ করেছে এবং ইচ্ছামতো বই কিনেছে। এ বছর লিটল ম্যাগাজিন চত্বর সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে ১৫২টি লিটল ম্যাগাজিনকে স্থান করে দেওয়া হয়। লিটলম্যাগ চত্বরে মেলা উপলক্ষ্যে অনেক নতুন লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে। এই চত্বরে স্টল স্থাপন করে দেশের তরুণ ও সম্ভাবনাময় সাহিত্যকর্মীরা তাঁদের প্রতিভা ও সৃষ্টিশীলতা প্রদর্শনের সুযোগ গ্রহণ করেছেন।

এবার বিষয় ও বিন্যাস উভয় দিক থেকে গ্রন্থমেলায় অনেক নতুন বিষয় যুক্ত হয়। এর আগে বিভিন্ন সময় ভাষাশহিদ ও বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের নামে বইমেলা উৎসর্গ করা হয়েছে। কিন্তু এবারই প্রথম জাতির পিতার নামে বইমেলা উৎসর্গ

করা হলো। জাতির পিতার প্রতি এই সম্মান প্রদর্শন করতে পেরে বাংলা একাডেমি গর্বিত ও আনন্দিত। গ্রন্থমেলার দুইটি প্রাঙ্গণকে এবার চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। একাডেমি প্রাঙ্গণের নাম দেওয়া হয় 'শেকড়' এবং সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের তিনটি অংশকে 'সংগ্রাম', 'মুক্তি' ও 'অর্জন' নাম দেওয়া হয়। প্রতিটি অংশকে বঙ্গবন্ধুর জীবনের সঙ্গে যুক্ত ও বিন্যস্ত করে সাজানো হয়। এসব বিভাজনে প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুকে উপস্থাপন করা হয়। গ্রন্থমেলার মূলমঞ্চে একাডেমি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রকাশিত বই নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করে। এক মাস ধরে জাতির পিতার ওপর প্রকাশিত বই নিয়ে এ-রকমের সেমিনারের আয়োজন এক বিরাট ঘটনা। সারাদেশের শতাধিক প্রাবন্ধিক, আলোচক ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা এতে অংশ নেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে 'বঙ্গবন্ধু পাঠ' নামে একটি স্থাপন করা হয়। যেটিতে বঙ্গবন্ধুর সকল বই রাখা হয় এবং আগ্রহী পাঠকেরা সেখানে বসে বঙ্গবন্ধুর বই পাঠ করার সুযোগ পান। উদ্যানে 'হাতেখড়ি' নামে একটি মঞ্চ ছিল। এখানে শিশুরা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাধ্যমে হাতেখড়ি করিয়ে নেয়। একাডেমির নজরুল মঞ্চে এবার বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন ছিল। ডাকসু ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এটির আয়োজন করেছিলেন। একাডেমি শিশু-কিশোরদের জন্য বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানাদিক নিয়ে চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, সংগীত ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এই প্রতিযোগিতায় কয়েক হাজার শিশু-কিশোর অংশ নেয়। এবার অমর একুশে বইমেলায় ছাত্র-তরুণদের সম্পৃক্ত করার জন্য 'স্থাপনা-ধারণা প্রতিযোগিতা'র আয়োজন করা হয়। এতে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য ও চারুকলার শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। এই প্রতিযোগীদের জমা দেওয়া শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা হয়।

বিন্যাসের দিক থেকে এবার গ্রন্থমেলায় অনেক পরিবর্তন আনা হয়। এবারই প্রথম টিএসসি-র উল্টোদিকে মেলার সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান অংশে ঢোকার ব্যবস্থা করা হয়। প্রবেশ পথের পাশে প্রশস্ত একটি প্রস্থান পথও খোলা হয়। এতে দর্শনার্থীদের অনেক সুবিধা হয়। উদ্যানে থাকা স্বাধীনতাস্তম্ভের সম্মুখস্থ জলাধারের পশ্চিম অংশকে মেলার ভেতরে আনা হয়। ফলে পরিসর অনেক বৃদ্ধি পায় এবং অনেক নতুন প্রতিষ্ঠানকে স্টল দেওয়া ও পুরনো প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্ধিত স্টলপ্রাপ্তির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়। একাডেমির বহেরা তলা থেকে এবার লিটিলম্যাগ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে নেওয়া হয়। এতে লিটিলম্যাগের সম্পাদকদের দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়িত হয়। গত বছরগুলোতে খাবার ও পানীয়ের পর্যাপ্ত আয়োজন না-থাকায় অনেকের অসুবিধা হচ্ছিল। এবার তাই বেশ কয়েকটি খাবারের স্টল দেওয়া হয়। এবার একাডেমি প্রাঙ্গণে নতুন একটি 'গ্রন্থ উন্মোচন' মঞ্চ করা হয়। এবার নতুন একটি তথ্যকেন্দ্র রাখা

হয় টিএসসি-র উল্টোদিকের প্রবেশপথ দিয়ে আসা দর্শনার্থীদের জন্য। এভাবে পুরনো দুইটি-সহ তিনটি তথ্যকেন্দ্র থেকে সেবা প্রদান করা হয়। এবারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন একটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে একাডেমি প্রাঙ্গণে কেবল বই প্রদর্শনের সুযোগ প্রদান 'চায়না মিডিয়া সেন্টার' নামক প্রতিষ্ঠানটিকে মূলত নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য 'বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা' আয়োজনের কথা বিবেচনায় রেখে স্টল দেওয়া হয়। এবার ১৩ই জানুয়ারি স্টল বরাদ্দের লটারি অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে প্রকাশকেরা স্টল নির্মাণের জন্য অন্যান্যবারের তুলনায় বেশি সময় পান। এছাড়া, অন্যান্য বারের বিভিন্ন আয়োজন যেমন, লেখক বলছি মঞ্চ, গ্রন্থ উন্মোচন মঞ্চ, নতুন বইয়ের স্টল ইত্যাদি আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক পরিসরে আয়োজিত হয়।

প্রায় ৩ লাখ বর্গফুট জায়গায় ইট বিছানো হয়। অনেক জায়গা মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়। এবারও পুলিশের পক্ষ থেকে উভয় অংশে বিনামূল্যে খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। গতবারের চেয়ে এবার বেশিসংখ্যক হুইল চেয়ার ছিল। ফলে হুইল চেয়ারের মাধ্যমে শারীরিকভাবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ ও সিনিয়র নাগরিকদের মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখা সহজ হয়। এবার ৪ শতাধিক মানুষকে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকেরা, যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট-সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তারা মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। মেলা প্রাঙ্গণকে ময়লা ও আবর্জনামুক্ত রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ করা হয়। এরা মেলা প্রাঙ্গণ পরিচ্ছন্ন রাখতে অবদান রেখেছেন।

সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে 'লেখক বলছি' মঞ্চে পুরো মাসে দেশের নবীন ও প্রবীণ ১০৮ জন লেখক কমপক্ষে ৩২৪০ মিনিট সময় তাদের পাঠকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। গতবার ১৩৪ জন লেখক কমপক্ষে ২৬৮০ মিনিট সময় তাঁদের পাঠকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে। এবার গ্রন্থ উন্মোচনের দুইটি মঞ্চে ৮৯০টি নতুন বই উন্মোচিত হয়। গতবার একটি মঞ্চে ৮২০টি নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছিল। এবার দুইটি মঞ্চে প্রায় ৪ হাজার অতিথি উপস্থিত থেকে গ্রন্থ উন্মোচন করেন।

এবার ২রা থেকে ২৯শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৪৯১৯টি প্রকাশিত নতুন বই গ্রন্থমেলার তথ্যকেন্দ্রে জমা হয়। গতবার ৪৬৮৫টি প্রকাশিত নতুন বই গ্রন্থমেলার তথ্যকেন্দ্রে জমা হয়েছিল। গতবারের মতো এবারও বাংলা একাডেমির একটি কমিটিকে দিয়ে প্রাপ্ত সকল বইয়ের মান প্রাথমিকভাবে নিরুপণের চেষ্টা করা হয়। এবার নতুন ৪৯১৯টি বইয়ের মধ্যে মাত্র ৭৫১টি ছিল মানসম্পন্ন। গতবার ৪৬৮৫টি নতুন বইয়ের মধ্যে ১১৫০টি মানসম্পন্ন ছিল।

সারা মাস মূলমঞ্চে সেমিনার-আলোচনা সভা, কবিতা পাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ২৬ দিনে ২৬টি প্রবন্ধ পঠিত হয়। অন্তত দেড় শতাধিক পণ্ডিত

ব্যক্তি আলোচক ও সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। প্রতিদিন দেশের খ্যাতনামা ও বিশিষ্ট কবিরা তাঁদের কবিতা পাঠ করেন। এবার ১১৫ জন কবি কবিতা পাঠ করেন। ১০০ জন শিল্পী আবৃত্তি করেন। ১৫টি সংগঠন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। ১২৫ জন শিল্পী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেন। দুই দিন মূলমঞ্চে যাত্রা ও নাটক পরিবেশিত হয়।

গুণিজনদের স্মৃতিতে একাডেমি এবার বইমেলায় চারটি পুরস্কার প্রদান করেছে। এগুলো হলো : চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার, মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার এবং শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার। এ-রকম সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বইমেলার সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের এই সংযোগ বইমেলার জন্য একটি বড়ো ঘটনা।

অমর একুশে গ্রন্থমেলার নীতিমালা ও নিয়মাবলি লঙ্ঘন করায়, পর্যবেক্ষণ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ২টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়। একটি লিটিলম্যাগ চত্বরে 'কালাঞ্জলি' এবং অন্যটি উদ্যানের 'অভ্র প্রকাশ'। এছাড়া ২২টি প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়।

বইমেলায় বাংলা একাডেমি-সহ সকল প্রতিষ্ঠানের বই ২৫ শতাংশ কমিশনে বিক্রি হয়। গতবার ৩০ দিনে বাংলা একাডেমি মোট ২ কোটি ৩৩ লাখ টাকার বই বিক্রি করেছিল। এবার ২৯শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২৮ দিনে বাংলা একাডেমি ২ কোটি ৪৬ লাখ টাকার বই বিক্রি করে। এবার সমগ্র মেলায় ৮২ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়।

বইমেলার সমাপনী অনুষ্ঠান হয় ২৯শে ফেব্রুয়ারি। সমাপনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। বিশেষ ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি। সভায় স্বাগত ভাষণ দেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। এতে গ্রন্থমেলার প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটির সদস্য-সচিব ড. জালাল আহমেদ।

৯.৩ অমর একুশে সেমিনার

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০-এর ৩রা ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আয়োজিত হয় 'অমর একুশে সেমিনার'। জাতির পিতার জন্মশতবর্ষে আয়াজিত এ মেলা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করা হয়। আয়োজিত এ সেমিনারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর সদ্য প্রকাশিত ২৫টি গ্রন্থের বিষয়ের উপর ২৫টি প্রবন্ধ পাঠ করেন ২৫জন প্রবন্ধকার এবং

আলোচকরা আলোচনা করেন। প্রতিটি গ্রন্থের লেখক ও সম্পাদিত গ্রন্থের ক্ষেত্রে সম্পাদকদেরও এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাঁরাও বক্তব্য প্রদান করেন। নির্বাচিত গ্রন্থ, গ্রন্থাকার, প্রবন্ধকার, আলোচক ও সভাপতিদের নামসহ তালিকা অমর একুশে সেমিনার ২০২০ পরিশিষ্ট অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১০. বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন

বিক্রয় ও বিপণন

বাংলা একাডেমির বিক্রয় ও বিপণন উপবিভাগ একাডেমি প্রকাশিত বই ও পত্রিকা বিক্রয় এবং বিপণনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে। ঢাকাসহ সারাদেশে একাডেমির বই ও পত্রিকা বিক্রয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বিক্রি হয়।

দেশের অভ্যন্তরে গ্রন্থমেলা

বই বিপণনের লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এবং বিভিন্ন জেলা প্রশাসন কর্তৃক বছরজুড়ে বইমেলার আয়োজিত হয়। এবছর বাংলা একাডেমি ঢাকা বিভাগীয় বইমেলা, রাজশাহী বিভাগীয় বইমেলা, চট্টগ্রাম বিভাগীয় বইমেলা, খুলনা বিভাগীয় বইমেলা, বরিশাল বিভাগীয় বইমেলা, সিলেট বিভাগীয় বইমেলা, ময়মনসিংহ বিভাগীয় বইমেলা, রংপুর বিভাগীয় বইমেলা, হবিগঞ্জ জেলা বইমেলা, বান্দরবান জেলা বইমেলা এবং বগুড়া কবি সম্মেলন ও বইমেলায় অংশগ্রহণ করে।

দেশের বাইরে বইমেলা

এবছর বাংলা একাডেমি বাংলাদেশ বইমেলা কলকাতা ও কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ করে।

১১. পুনর্মুদ্রণ

ক. বাংলা একাডেমির পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ পাঠকের চাহিদা এবং বিক্রয় ও বিপণন উপবিভাগের পরামর্শে বছরজুড়ে বই প্রকাশ করে থাকে। এর মধ্যে অভিধান, পরিভাষা, কোষগ্রন্থ, রচনাপঞ্জি, ভাষাবিজ্ঞান, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলবিষয়ক বই, রচনাবলি, মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, দর্শন, আইন এবং শিশু-কিশোর সহিত্য ও আনন্দপঠন বিষয়ক বই উল্লেখযোগ্য।

খ. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ থেকে ৫৯টি বই প্রকাশিত হয়েছে, এই ৫৯টি বইয়ের মোট মুদ্রণ সংখ্যা ৩,৯৩,৫০০ (তিন লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশত) কপি।

গ. এসব বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– *আমার দেখা নয়াচীন, কারাগারের রোজনামচা, Prison Diaries, Violated in 1971, Bangla Academy English-Bangla Dictionary, Bangla Academy Bengali-English Dictionary, বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান বাংলা একাডেমি*

আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি বাংলা বানান অভিধান, বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি বাঙলা উচ্চারণ অভিধান, বাংলা একাডেমি ছোটদের অভিধান, বাংলা একাডেমি ঐতিহাসিক অভিধান, বঙ্গবন্ধু নানা বর্ণে নানা রেখায়, বঙ্গবন্ধুর বীরগাথা, মূলধারার রাজনীতি : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬, আমাদের বাঁচার দাবি : ৬ দফার ৫০ বছর, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, লুৎফর রহমান রিটনের নির্বাচিত হাসির ছড়া, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : পত্রিকাপঞ্জি, নজরুল রচনাবলী (১ম, ৩য় ও ১০ম খণ্ড), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড), বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড), আলবেরুনীর ভারততত্ত্ব, কোরানসূত্র, দেশ বিদেশের রূপকথা, ডাইনোসর, চীনা লোক-কাহিনি, জাপানি শিশু গল্পগুচ্ছ, গ্রিমস ফেয়ারি টেলস, ভাষাশহীদ আবুল বরকত, লোকজসংস্কৃতি– ঝিনাইদহ, ফরিদপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, প্রভৃতি।

ঘ. এছাড়াও পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ প্রয়োজনে বই সম্পাদনা এবং বইয়ের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করে থাকে। এর পাশাপাশি কাগজ ক্রয়, প্রকাশিতব্য বইয়ের মূল্য নির্ধারণ, মুদ্রণ ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধান, বাজেট প্রণয়ন, প্রকাশিত বই সংরক্ষণ, প্রকাশিত বইয়ের সফট কপি সিডিতে সংরক্ষণ এবং নতুন নতুন বই পুনর্মুদ্রণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে।

১২. প্রকাশনা

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা হলো– অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ বিভাগ-৬টি, ফোকলোর, জাদুঘর ও মহাফেজখানা বিভাগ-২টি, গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ-৩১টি, পুর্নমুদ্রণ উপবিভাগ-৫৯টি এবং পত্রিকার সংখ্যা হলো– ধানশালিকের দেশ-৫টি, উত্তরাধিকার-৪টি, বাংলা একাডেমি পত্রিকা-২টি, বিজ্ঞান পত্রিকা-২টি, দি বাংলা একাডেমি জার্নাল-১টি, বাংলা একাডেমি বার্তা-৩টি।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বই ও পত্রিকার প্রকাশিত তালিকাসহ বিবরণ পরিশিষ্ট অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৩. জনসংযোগ

বাংলা একাডেমির ভাবমূর্তি সমুন্নতকরণ ও একাডেমির গৃহীত কার্যক্রমের সার্বিক প্রচারের লক্ষ্যে জনসংযোগ উপবিভাগ একাডেমির বিভিন্ন সংবাদ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি জনগণকে নিয়মিতভাবে অবহিতকরণসহ একাডেমির বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ সকল গণমাধ্যমে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রেরণের ব্যবস্থা করেছে। বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলার সার্বিক প্রচার-কার্যক্রম এই উপবিভাগ সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করে আসছে। অমর একুশে গ্রন্থমেলার প্রাক্কালে এই উপবিভাগ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে মেলার বিস্তারিত বিষয়াদি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের আয়োজন করেছে। এছাড়া

দেশের বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে বাংলা একাডেমির গ্রন্থের পরিচিতিমূলক বিজ্ঞাপন প্রদান করে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে আসছে। জনসংযোগ উপবিভাগ সাম্প্রতিক সময়ে তথ্যপ্রযুক্তি উপবিভাগের সহায়তায় একুশে গ্রন্থমেলার তাৎক্ষণিক পরিচিতিমূলক জরুরি তথ্য সরবরাহে সংবাদকর্মীদের সহায়তা দিয়ে আসছে। এই উপবিভাগের নিয়মিত প্রকাশনা ত্রৈমাসিক *বাংলা একাডেমি বার্তা*।

জনসংযোগ উপবিভাগের খাতওয়ারি কার্যক্রম :

১৩.১ যোগাযোগ মাধ্যম

ক) বাংলা একাডেমি থেকে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশের ব্যবস্থা, নানা তথ্য প্রেরণ।

খ) অমর একুশে গ্রন্থমেলার ২০২০-এর সার্বিক প্রচারকার্য সম্পাদন।

গ) বাংলা একাডেমি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিজ্ঞাপন প্রচার ব্যবস্থাপনা।

১৩.২ সংবাদ সম্মেলন

অমর একুশে গ্রন্থমেলাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সঙ্গে মতবিনিময় এবং অবহিতকরণ।

১৩.৩ আর্কাইভিং

পেপার ক্লিপিং, প্রকাশিত গ্রন্থ, অন্যান্য।

১৩.৪ প্রকাশনা

বাংলা একাডেমির সামগ্রিক কার্যক্রমের দলিল হিসেবে ত্রৈমাসিক বাংলা একাডেমি বার্তার চারটি সংখ্যা প্রকাশ।

১৩.৫ অন্যান্য

তথ্যপ্রযুক্তির উপবিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বাংলা একাডেমির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজের উপাত্ত সরবরাহ এবং হালনাগাদকরণ।

১৪. পরিষদ

১৪.১ নির্বাহী পরিষদের সভা

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি নির্বাহী পরিষদের মোট ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৪.২ জীবনসদস্য ও সদস্যপদ প্রদান

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জীবনসদস্য ও সাধারণসদস্য হিসেবে সর্বমোট ২১ জনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে একাডেমির মোট সদস্য ২৬৭২ জন। এঁদের মধ্যে ফেলো ২৪৪ জন, জীবনসদস্য ১৭৯৮ জন ও সাধারণসদস্য ৬৩০ জন।

১৪.৩ সাধারণ পরিষদের ৪২তম বার্ষিক সভা ২০১৯

১৩ই পৌষ ১৪২৬/২৮শে ডিসেম্বর ২০১৯ শনিবার সকাল ৯:০০টায় বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের বিয়াল্লিশতম বার্ষিক সভা একাডেমির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সভাপতিত্ব করেন। সভা সকাল ৯:০০টায় শুরু হয়ে বিকাল ৫:০০টা পর্যন্ত চলে। সভায় ফেলো, জীবনসদস্য, সাধারণসদস্য সর্বমোট ১৩১০ জন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সভায় পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকগণ, সম্মানসূচক ফেলোশিপপ্রাপ্ত গুণীজন, বাংলা একাডেমির সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, আমন্ত্রিত অতিথি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৪.৪ প্রকাশনা

বাংলা একাডেমির সম্মানিত ফেলো, জীবনসদস্য ও সাধারণসদস্যদের মাঝে বিতরণের জন্য কার্যবিবরণী ২০১৯, প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, বর্ষপঞ্জি ২০২০, প্রাপ্ত প্রস্তাব ও কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ২০১৯ প্রকাশ করা হয়েছে।

১৫. সম্মানসূচক ফেলোশিপ ২০১৯ প্রদান

বাংলাদেশের গুণী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমি প্রতিবছর সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালে বাংলা একাডেমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী ও খ্যাতিমান ৭(সাত) জন বরেণ্য ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করে। ফেলোশিপপ্রাপ্তরা হলেন :

ক. কুমুদিনী হাজং	সমাজসেবা
খ. জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.)আব্দুল মালিক	চিকিৎসাসেবা
গ. শেখ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	প্রকৌশল
ঘ. আলী যাকের	সংস্কৃতি
ঙ. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন	শিক্ষা ও গবেষণা
চ. আসাদুজ্জামান নূর	সংস্কৃতি
ছ. কাঙ্গালিনী সুফিয়া	সংগীত

২৮শে ডিসেম্বর ২০১৯, বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪২তম বার্ষিক সভায় 'বাংলা একাডেমি সম্মানসূচক ফেলোশিপ' ২০১৯ প্রাপ্ত বরেণ্য ব্যক্তিদের সম্মাননাপত্র এবং সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হয়।

১৬. পুরস্কার

বিভিন্ন পুরস্কারের মাধ্যমে গবেষণা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা বাংলা একাডেমির লক্ষ্য অর্জনের একটি উপায়। এর মধ্যে রয়েছে বাংলা একাডেমির নিজস্ব পুরস্কার এবং দাতাদের আনুকূল্যে প্রদত্ত নানা পুরস্কার।

১৬.১ বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৯

'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' এদেশে বাংলাসাহিত্যের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার। ১৯৬০ সাল থেকে বাংলা একাডেমি প্রতিবছর (১৯৮৫ সাল ব্যতীত) বাঙালি লেখক, কবি, অনুবাদক ও প্রবন্ধকারকে এ পুরস্কার প্রদান করছেন। বাংলা সাহিত্যের নির্ধারিত ১০টি শাখায় ১০জন বরেণ্য লেখককে 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' ২০১৯ প্রদান করা হয়। প্রতিটি পুরস্কারের অর্থমূল্য ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন :

ক.	কবি মাকিদ হায়দার	কবিতা
খ.	জনাব ওয়াসি আহমেদ	কথাসাহিত্য
গ.	অধ্যাপক স্বরোচিষ সরকার	প্রবন্ধ/গবেষণা
ঘ.	জনাব খায়রুল আলম সবুজ	অনুবাদ
ঙ.	অধ্যাপক রতন সিদ্দিকী	নাটক
চ.	জনাব রহীম শাহ	শিশুসাহিত্য
ছ.	মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা
জ.	জনাব নাদিরা মজুমদার	বিজ্ঞান/কল্পবিজ্ঞান
ঝ.	জনাব ফারুক মঈনউদ্দীন	আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা/ ভ্রমণকাহিনি
ঞ.	জনাব সাইমন জাকারিয়া	ফোকলোর

বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুরস্কারপ্রাপ্ত বরেণ্য লেখকদের পুরস্কারের তিন লক্ষ টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করেন।

১৬.২ সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার

বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠাকালীন স্পেশাল অফিসার, বিশিষ্ট লেখক ও প্রাবন্ধিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহর নামে ২০১৯ সাল থেকে বাংলা একাডেমি 'সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধ সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করছে। এ পুরস্কারের উদ্দেশ্য বাংলাদেশের সাহিত্যে মননশীল, মেধাবী, খ্যাতিমান ও প্রতিভাবান প্রবন্ধকারদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান। মোহম্মদ বরকতুল্লাহর কন্যা জনাব নীলুফার বেগম ও জামাতা জনাব মাহবুব তালুকদার 'সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধ সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করার জন্য বাংলা একাডেমিকে এককালীন ২০,০০০০০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকা প্রদান করেন। এর লভ্য মুনাফা হতে বাংলা একাডেমি প্রতিবছর এ পুরস্কার প্রদান করছে। পুরস্কারের অর্থমূল্য ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। ২০১৯ সালে সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন প্রাবন্ধিক-গবেষক জনাব ফরহাদ খান।

২৮শে ডিসেম্বর ২০১৯, বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪২তম বার্ষিক সভায় পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাবন্ধিককে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কারের চেক, সম্মাননা পত্র

ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হয়।

১৬.৩ মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার

বাংলা একাডেমি ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার প্রদান করছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ, লেখক, গবেষক ও কবি প্রফেসর মযহারুল ইসলামের স্মৃতিরক্ষা এবং বাংলাদেশের মেধাবী, খ্যাতিমান এবং প্রতিভাবান কবিদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করা এই পুরস্কারের লক্ষ্য। মরহুম প্রফেসর মযহারুল ইসলামের পরিবার বাংলা একাডেমিকে ২০,০০০০০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকা প্রদান করেন। পুরস্কারের অর্থমূল্য ১,০০০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। ২০১৯ সালে মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন কবি কবি মহাদেব সাহা।

২৮শে ডিসেম্বর ২০১৯, বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪২তম বার্ষিক সভায় পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিকে পুরস্কারের এক লক্ষ টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হয়।

১৬.৪ মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর প্রদত্ত অর্থে বাংলা একাডেমি ২০০৪ সাল থেকে এক বছর '**ক**বীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার' পরের বছর 'মেহের কবীর বিজ্ঞান পুরস্কার' প্রদান করে। বিজ্ঞানসাহিত্যে জনপ্রিয় লেখকদের সামগ্রিক অবদান চিহ্নিত করে তাঁদের সৃজনী প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদান করাই এই পুরস্কারের উদ্দেশ্য। মেহের কবীর ও কবীর চৌধুরী পরিবার বাংলা একাডেমিকে এককালীন ১৫,০০,০০০.০০ (পনেরো লক্ষ) টাকা প্রদান করেন। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। ২০১৯ সালে 'মেহের কবীর বিজ্ঞান পুরস্কার'-এ ভূষিত হয়েছেন বিজ্ঞানলেখক শিশিরকুমার ভট্টাচার্য।

২৮শে ডিসেম্বর ২০১৯, বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪২তম বার্ষিক সভায় লেখককে পুরস্কারের এক লক্ষ টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হয়।

১৬.৫ সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার

সমকালীন বাংলাসাহিত্যের সাহিত্যসেবীদের বিশিষ্ট অবদান ও তাঁদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯০ সাল থেকে বাংলা একাডেমি সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করছে। মৌলবি সা'দত আলি আখন্দ-এর কন্যা জনাব তাহমিনা হোসেন এ পুরস্কার পরিচালনার জন্য বাংলা একাডেমিকে বিভিন্ন সময়ে ২৪,০০,০০০ (চব্বিশ লক্ষ) টাকার তহবিল প্রদান করেন। তহবিলের প্রদত্ত অর্থে বাংলা একাডেমি পুরস্কারের কার্যক্রম পরিচালনা করে। বর্তমানে পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা। জনাব

তাহমিনা হোসেন পুরস্কারের অর্থমূল্য আগামীতে পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকায় উন্নীত করতে পর্যায়ক্রমে ফান্ড বৃদ্ধি করেন। ২০১৯ সালে সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন লেখিকা পাপড়ি রহমান।

২৮শে ডিসেম্বর ২০১৯, বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪২তম বার্ষিক সভায় লেখিকাকে পুরস্কারের পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হয়।

১৬.৬ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্য পুরস্কার

প্রবাসী বাঙালি লেখকদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সাল থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ পুরস্কারের মূল্যমান ছিল ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা। ২০১৮ সালে 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পুরস্কার'-এর নাম 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্য পুরস্কার' করা হয় এবং পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা করা হয়। ২০১৮ সালে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন সালমা বাণী এবং সাগুফতা শারমীন তানিয়া।

২৯শে ফেব্রুয়ারি ২০২০, অমর একুশে গ্রন্থমেলার মূলমঞ্চে সমাপনী অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং বাংলা একাডেমির সভাপতি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখিকাদ্বয়কে পুরস্কারের এক লক্ষ টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করেন।

১৬.৭ হালীমা-শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কার

বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গ্রন্থাকারদের অবদান ও তাঁদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীনের প্রদত্ত অর্থে দ্বি-বার্ষিক এ পুরস্কার প্রদান করে। পুরস্কারের মূল্যমান ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা। লেখক মোকারম হোসেনের 'নিসর্গ আখ্যান' গ্রন্থটি ২০১৯ সালে হালীমা-শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়।

২৮শে ডিসেম্বর ২০১৯, বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪২তম বার্ষিক সভায় পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থের লেখককে ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হয়।

১৬.৮ চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার, মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার এবং শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে ২০১৯ সালে প্রকাশিত বিষয় ও গুণমানসম্মত সর্বাধিক সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য *কথাপ্রকাশ*-কে **চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার-২০২০**, ২০১৯ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে শৈল্পিক ও গুণমান বিচারে সেরা গ্রন্থ বিভাগে আবুল হাসনাত রচিত *প্রত্যয়ী*

স্মৃতি ও অন্যান্য গ্রন্থের জন্য *জার্নিম্যান বুক্‌স*কে, মঈনুস সুলতান রচিত *জোহানেসবার্গের জার্নাল* গ্রন্থের জন্য *প্রথমা প্রকাশন*কে এবং রফিকুন নবী রচিত *স্মৃতির পথরেখা* গ্রন্থের জন্য *বেঙ্গল পাবলিকেশন্স*কে **মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০২০** প্রদান করা হয়। ২০১৯ সালে প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রন্থের মধ্য থেকে গুণমান বিচারে সর্বাধিক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য *পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স* লিমিটেড-কে **রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার-২০২০** এবং ২০২০ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য থেকে নান্দনিক অঙ্গসজ্জায় সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে *অভিযান* (এক ইউনিট), *কুঁড়েঘর প্রকাশনী লিমিটেড* (২-৪ ইউনিট) ও *বাংলা প্রকাশ* (প্যাভেলিয়ন)-কে **শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০২০** প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত সকল প্রকাশককে ৫০,০০০.০০ টাকার চেক, সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

১৭ গবেষণা বৃত্তি

১. ফেরদাউস-খাতেমন গবেষণা ফান্ড-এর গবেষণার বিষয় নির্ধারণ, গবেষক নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক মনোনয়ন

২. গাজী শামসুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল-এর গবেষণার বিষয় নির্ধারণ, গবেষক নির্বাচন ও তত্ত্বধায়ক মনোনয়ন

৩. মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড-এর গবেষণার বিষয় নির্ধারণ, গবেষক নির্বাচন ও তত্ত্বধায়ক মনোনয়ন

১৭.১ ফেরদাউস খাতেমন গবেষণা ফান্ড

ফেরদাউস খাতেমন গবেষণা ফান্ড ২০০২ সালে বাংলা একাডেমিতে চালু করা হয়। গবেষণার বিষয় : শিশু সমীক্ষা, বাংলা ভাষা উন্নয়ন ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়। বর্তমানে এ ফান্ডে লভ্যাংশসহ ২৩,৪২,৭২৬.০০ (তেইশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সাতশত ছাব্বিশ টাকা) টাকা জমা আছে।

১৭.২ মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড

মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড ২০০২ সালে বাংলা একাডেমিতে চালু করা হয়। গবেষণার বিষয় : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন। বর্তমানে এ ফান্ডে লভ্যাংশসহ ৩১,৬৯,৬৮২.০০ (একত্রিশ লক্ষ ঊনসত্তর হাজার ছয়শত বিরাশি টাকা) জমা আছে।

১৭.৩ গাজী শামছুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল

গাজী শামছুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল ২০০৫ সালে চালু করা হয়। গবেষণার বিষয় : আইন, আইন-দর্শন, বাংলা ভাষায় আইনের ব্যবহার, ইসলাম ও মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয় এবং গাজী শামছুর রহমান স্মারক বক্তৃতার

আয়োজন ও গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ। বর্তমানে এ ফান্ডে লভ্যাংশসহ জমাকৃত টাকার পরিমাণ ৪৬,৩২,০০০.০০ (ছেচল্লিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকা।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

বর্তমান প্রতিবেদনের মেয়াদকালের পর আরও কয়েক মাস অতিবাহিত হয়েছে। উক্ত সময়ে বাংলা একাডেমি নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পাদন করেছে :

১। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রশাসনিক ভবনের কার্টেন ওয়াল নির্মাণ
২। মহাপরিচালকের দপ্তর সংস্কার ও আধুনিকায়ন
৩। শহিদ মুনীর চৌধুরী সেমিনার কক্ষ সংস্কার ও আধুনিকায়ন
৪। বিরল প্রজাতির ফলজ ও বনজ বৃক্ষরোপন

বাংলা একাডেমির কর্মপ্রয়াস আরও ব্যাপক করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। যেমন:

১। 'ফোকলোর গবেষণা ইনস্টিটিউট ও অনুবাদ কেন্দ্র' শীর্ষক প্রকল্প
২। 'বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের বাসভবন নির্মাণ ও বিদ্যমান তিনটি ভবনের সংস্কা'র শীর্ষক প্রকল্প
৩। 'অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ এবং প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা' শীর্ষক প্রকল্প
৪। 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শতগ্রন্থমালা প্রকাশ' শীর্ষক কর্মসূচি
৫। বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণ: অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং গ্রন্থাগার সামগ্রীর ডিজিটাইজড সংরক্ষণ ও ব্যবহার
৬। 'বাংলা একাডেমির সীমানা প্রাচীর ও বিদ্যমান তিনটি গেইট পুনঃনির্মাণ এবং নিরাপত্তা ভবনের সংস্কার' শীর্ষক প্রকল্প
৭। বাংলা একাডেমির অভ্যন্তরে মুজিব মঞ্চ নির্মাণ, পুকুর সংস্কার, শোভাবর্ধন ও প্রাঙ্গণের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ' শীর্ষক প্রকল্প
৮। 'ভাষা সাহিত্য ও পাঠ্যপুস্তক সহায়ক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনা' শীর্ষক প্রকল্প

সকলের মিলিত প্রয়াসে এ-সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আপনাদের সকলকে শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

(হাবীবুল্লাহ সিরাজী) ১৫.১০.২০২০
মহাপরিচালক